হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 6, Issue No. 6, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, May 2017

''... তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে।... হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই, মনু বলছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাটা-লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক-ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত।....'—স্বামী বিবেকানন্দ

মেদিনীপুরে হিন্দু সংহতির প্রথম প্রকাশ্য সভা

শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলেছে, কিন্তু মেদিনীপুরের অবস্থান বদলায়নি। বাম আমলেও যেমন এখানে হিন্দু নিষ্পেষণ চলত, বর্তমান সরকার ও তাদের নেতাদের ছত্রছায়ায় থেকে মুসলিম গুণ্ডারা হিন্দুর উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এমতাবস্থায় হিন্দুকেই তার নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে মুসলিম অত্যাচারের বিরুদ্ধে। গত ১৬ই এপ্রিল রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রামের টেঙ্গুয়া মোড়ে হিন্দু সংহতির প্রকাশ্য জনসভায় হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনার এভাবেই তীব্র নিন্দা করলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। আগামী দিনে হিন্দু নিপীড়ন বন্ধ না হলে বড়সড় আন্দোলনের পথে যাবে হিন্দু সংহতি বলে তিনি জানান।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার ধর্মতলায় হিন্দু সংহতির বার্ষিক সভায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে তিন হাজারের বেশি কর্মী-সমর্থকের আসার কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপে সেখান থেকে একটিও গাড়ি আসতে পারেনি। পূর্ব মেদিনীপুরের সংহতির প্রমুখ কর্মী গোপাল দেবনাথকে মিথ্যা মামলায় জেল খাটায় প্রশাসন। হলদিয়ার ভবানীপুর থানায় তাকে ব্যাপক শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। এরপর নন্দীগ্রামের সরস্বতী বাজারে হরিসভাকে কেন্দ্র করে পুলিশি অত্যাচারে অয়ন পট্টনায়ক মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। এখনও সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। মুসলমান সমাজকে তোষণ করতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এই আক্রমণকে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নন্দীগ্রামের জনবহুল অঞ্চল টেঙ্গুয়ার মোড়ে এক ধর্মীয় সভা করার সিদ্ধান্ত নেয় হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি।

সেইমতো সুজিত মাইতির নেতৃত্বে প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়। ১৬ তারিখ তপন ঘোষের গাড়ি চণ্ডীপুরে পৌঁছালে তিনশো বাইকের একটি মিছিল তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিল। বাইক র‍্যালি করে দীর্ঘ ২৫ কিমি পথ অতিক্রম করে সংহতি সভাপতিকে নন্দীগ্রামের টেঙ্গুয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। টেঙ্গুয়ার মোড় তখন জনজোয়ারে ভাসছে। মাথায় হিন্দু সংহতির ফেট্টি, মুখে জয় মা কালী, জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে দিতে তপন ঘোষকে মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক সদস্য তপনবাবুর সঙ্গে ঐদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী অম্বিকানন্দ মহারাজ।

শেষাংশ ৫ পাতায়

১৫ বছরের মাধবীকে উদ্ধার করল হিন্দু সংহতির অর্ণব পণ্ডা

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাহায্য ছাড়াই হিন্দু সংহতির উদ্যোগে হায়দ্রাবাদ থেকে উদ্ধার হল দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলাহাট থানার এক নাবালিকা। গত ১৫ই এপ্রিল রাত্রি ১টায় হায়দ্রাবাদ থেকে ১৫ বছরের মাধবীকে উদ্ধার করল হিন্দু সংহতির অর্ণব পাণ্ডা। দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নদীর ধারে বাড়ি মাধবী নাইয়ার। বাবা শ্রমিক, মা নদীতে মাছ ধরে। মাধবী লাভ জেহাদের কবলে পড়েছিল। গত ২৮শে মার্চ স্থানীয় বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর এই গরীব পরিবারের মেয়েটিকে ফুঁসলিয়ে বিয়ে করার নামে সেকেন্দ্রাবাদ পাড়ি দেয় স্থানীয় মধুসূদনপুরের নজরুল গাজীর ছেলে লাভ জেহাদি সুলতান আহমেদ গাজী। অসহায় বাবা গৌতম নাইয়া ১লা এপ্রিল ছুটে যান স্থানীয় ঢোলাহাট থানায়। কিন্তু প্রথমে থানা অভিযোগ নিতে অস্বীকার করলেও পরে তা জেনারেল ডায়েরী হিসাবে গৃহীত হয় (জিডিই নম্বর-০২/১৭)। পুলিশ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় মাধবীর বাবা-মা হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করেন। তারপর হিন্দু সংহতির কর্মীরা মেয়েটির বাবা-মাকে সংহতির কেন্দ্রীয় অফিসে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই মাধবী একবার তার মাকে ফোন করে। সেই সূত্র ধরেই তপনবাবু হায়দ্রাবাদে যোগাযোগ করেন। তারপর মাধবীর বাবা, একজন প্রতিবেশী ও সংহতি কর্মী অর্ণব পণ্ডা ১৪ই এপ্রিল ফলকনামা এক্সপ্রেস ধরে হায়দ্রাবাদ যায়।

পরদিন সকালে পৌঁছেই ওখানকার স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নিয়ে রাত্রি ১টায় মাধবীকে উদ্ধার করে অর্ণব। অপরাধী সুলতান আহমেদ গাজীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। যেহেতু এফআইআর হয়নি তাই মেয়েকে হিন্দু সংহতির হাতে তুলে দিতে পুলিশের অসুবিধা হয়েছে। হায়দ্রাবাদ থেকে হিন্দু সংহতির কর্মী অর্ণব জানিয়েছে, নাবালিকা অপহরণের মতো ঘটনার পরেও পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ (ঢোলা থানা) কোনও এফআইআর করেনি শুনে হায়দ্রাবাদের পুলিশ বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাই বাধ্য হয়েই ওখানে নতুন করে কেস ফাইল করা হয়, কারণ অপরাধের ঘটনাস্থল হায়দ্রাবাদে। অবশেষে সেখানে কেস দায়ের হওয়ার পর হায়দ্রাবাদ পুলিশ মাধবীকে তার বাবার হাতে তুলে দেয়।

মালদায় হিন্দুদের উপর পরপর আক্রমণে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতির বিক্ষোভ

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে মালদা জেলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে সংখ্যালঘুদের যে পরিণতি হয় মালদাও তার ব্যতিক্রম নয়। গত বছর মালদা জেলার যাত্রা শুরু হয়েছিল কালিয়াচক দিয়ে আর শেষ হয়েছিল কলিগ্রামে। উভয়ক্ষেত্রেই আক্রমণকারী ছিল মুসলিম আর আক্রান্ত ছিল হিন্দু। তবে হ্যাঁ, উভয়ক্ষেত্রেই আরেকটা বিষয় 'কমন' ছিল, সেটা হল হিন্দু সংহতির প্রতিরোধ।

কালিয়াচকের বেলায় যেমন তন্ময় তেওয়ারি জেহাদি আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তেমনি কলিগ্রামের বেলাতেও রুখে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু সংহতির কিছু সাহসী যোদ্ধা। এদের কারণেই মালদা আজও জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে যায়নি।

তবে কোন অঞ্চলে জেহাদি সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তার প্রথম প্রভাব পরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক নেতাদের ক্রীতদাস প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে জেহাদিদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করে। মালদা জেলায় গত কয়েকমাস ধরে জেহাদিরা নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে গেলেও প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই।

নাবালিকা ভুবনেশ্বরী দাসের অপহরণ হোক বা অমল মন্ডলের জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়া হোক বা জতন মাঝির মেয়ের বিয়ের শুভ অনুষ্ঠানে বাধাদান - কোনও ক্ষেত্রেই প্রশাসনের কাছে নালিশ জানিয়ে সুরাহা হয়নি হিন্দুদের।

অবশেষে গত ২৩ শে এপ্রিল হিন্দু সংহতির পীযূষ মন্ডল এবং জিতেন্দ্র চৌধুরী-র নেতৃত্বে স্থানীয় হিন্দুরা অপরাধীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে গাজোল থানা অবরোধ করে। হিন্দুদের সম্মিলিত চাপের মুখে থানার আধিকারিক অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন।

আমাদের কথা

বেদে আছে মৃত্যুভয় জয় করার মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। তারপর যজুর্বেদ এবং অথর্ব বেদও নিজেদের শ্লোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এই মন্ত্রকে। এই অন্তর্ভুক্তি কি আখেরে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের জনপ্রিয়তার ফল? না কি বহুল পাঠের কারণে চারটি বেদের (ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব বেদ) মধ্যে তিনটিতেই গৃহীত হয়েছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র? এমনই তার মাহাত্ম্য। শ্লোকের দিকে তাকালেই এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য স্পষ্ট বোঝা যাবে। ঋগ্বেদে বলছে-

ওম্ ত্র্যম্বকম্ যজামহে সুগন্ধিম্ পুষ্টিবর্ধনম্
উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যুর্মুক্ষীয় মামৃতাম্।।

অর্থাৎ, হে রুদ্র, তোমার বন্দনা করি। তুমি জন্ম, জীবন ও মৃত্যুত্রয়ীর জ্ঞানদৃষ্টির অধিকারী। তুমি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সুন্দর পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাদ্যের যোগানদাতা। তুমি সকল ভয়ঙ্কর ব্যাধি হতে ত্রাণকারী। আমাদের মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তিদান কর, অমৃতত্ত্ব থেকে নয়।

মন্ত্রটিকে বিশ্লেষণ করলেও এর অর্থবহ দিকটিও আমাদের কাছে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ওম্ঃ বলাই বাহুল্য হিন্দু সংস্কৃতির প্রায় কোনও মন্ত্রই ওম্ ছাড়া শুরু হয় না। বিশেষ করে শিবমন্ত্র। তাই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপের শুরুতেই ওম্ উচ্চারণ করে শুদ্ধ করে নিতে হয় আত্মাকে। আর লক্ষ্য না করলেই নয়, ওম্ উচ্চারণেও রয়েছে এক বিশেষ পদ্ধতি। নাভি থেকে উপরের দিকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে করতে হয় ওম্ শব্দের ধ্বনি। মানে, প্রাণায়াম শুরু হল এই ধ্বনি উচ্চারণ দিয়েই।

ত্র্যম্বকম্ ঃ শিবের একটি নাম ত্র্যম্বক। মানে, যাঁর তিনটি চোখের মধ্যে একটি সূর্য, একটি চন্দ্র এবং অপরটি অগ্নি। বেঁচে থাকার জন্য মানুষের এই তিনটিই তেজ প্রয়োজন। তাই যে মন্ত্র উদ্ধার করতে পারে মৃত্যু থেকে, তার অধিকর্তা ঈশ্বরকে সম্বোধন করা হয়েছে ত্র্যম্বক নামে।

যজামহে ঃ যজামহে মানে ত্র্যম্বককে যজন বা উপাসনা করি। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

সুগন্ধিম ঃ যে ঈশ্বরকে (রুদ্ররূপী মহাদেব) এই মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি সুগন্ধিযুক্ত। এখানে শিবের সর্বাঙ্গে যে ভস্মের অনুলেপন, তাতেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে সুগন্ধি হিসাবে। মানে স্পষ্ট-এই নশ্বর জীবন একদিন ভস্মেই পরিণত হয়। কিন্তু মোক্ষ লাভ করতে পারলে, মৃত্যুভয় (নশ্বর জীবনে মৃত্যু শাশ্বত সত্য) কেটে গেলে ওই ভস্মই হয়ে ওঠে সুগন্ধির সমতুল্য।

পুষ্টিবর্ধনম ঃ শিব, যিনি আমাদের মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন, তিনি আমাদের পুষ্টিবর্ধনেরও সহায়ক। লক্ষ্য করার মতো বিষয়-পুষ্টি হলেই শরীর নিরোগ হয়। তাই মহামৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র শিবকে বর্ণনা করেছে পুষ্টিবর্ধন রূপে।

উর্বারুকমিব ঃ সংস্কৃতে উর্ব শব্দটি নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারুর মতে উর্ব শব্দের অর্থ বিশাল, কেউ বা বলেন মৃত্যুর মতোই ভয়ানক। আর আরুকম মানে যা আমাদের রক্ষা করে এই ভয় থেকে।

বন্ধনান ঃ বন্ধনান শব্দের মধ্যে বন্ধন শব্দটির উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বিশাল, মৃত্যুর মতো ভয় আসলে বন্ধনেরই নামান্তর। সেই বন্ধন থেকে আমাদের রক্ষা করেন মহামৃত্যুঞ্জয় শিব।

মৃত্যুর্মুক্ষীয় ঃ মৃত্যু থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ শব্দটির সরলীকৃত করলে স্পষ্ট বোঝা যায় মৃত্যু ভয় থেকে উদ্ধার করা।

মামৃতাম ঃ মা শব্দটির অর্থ সংস্কৃতে না। তাহলে দাঁড়ায়? এই শব্দবন্ধে বলা হয়েছে যে, শিব আমাদের এখানে জীবনের আনন্দেই বোঝাচ্ছে।

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কীভাবে পৃথিবীতে এল? শিবপুরাণ বলে, এই মন্ত্রের আবিষ্কর্তা ঋষি মার্কেন্ডেয়। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করে তিনি উদ্ধার পান মৃত্যুর হাত থেকে। তারপর এই মন্ত্র পৃথিবীতে জনপ্রিয় হয়। অন্য পুরাণ থেকে জানা যায়, প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে ক্ষয়রোগের অভিশাপ দিলে শিব পত্নী সতী এই মন্ত্র দান করেন চন্দ্রকে। সোমনাথ তীর্থে এই মন্ত্রপাঠ করে ক্ষয়রোগ থেকে মুক্তি পান চন্দ্র। আবার, স্বয়ং শিব এই মন্ত্র দান করেছিলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যক। এই মন্ত্র পাঠ করেই তিনি দেবতাদের হাতে নিহত অসুরদের বাঁচিয়ে তুলতেন। তাই একে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রও বলা হয়।

পরিশেষে বলা চলে, ধর্মে বিশ্বাস থাকুক বা নাই থাকুক, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের একনিষ্ঠ এবং সঠিক উচ্চারণ আমাদের চালনা করে সুস্থ জীবনের পথে। তার মূলে রয়েছে প্রাণায়াম। শারীরিক ও মানসিক শক্তির জোরেই মানুষ বলিষ্ঠ হয়। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র মানুষকে উভয়দিক দিয়েই সতেজ করে। মৃত্যুকে জয় করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুভয়কে জয় করাই মহাপ্রাণের লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্য পূরণ করে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

মন্দিরে গোমাংস ফেলল দুষ্কৃতিরা
উত্তেজনা ছড়াল বন্দর এলাকায় রবীন্দ্রনগরে

সাত সকালে মন্দিরে এসে অবাক পুণ্যার্থীরা! সারা মন্দির জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে আছে গরুর মাংস। শুধু একটি মন্দিরে নয়, একাধিক মন্দিরে গরুর মাংস ফেলে দুষ্কৃতিরা। ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার বন্দর এলাকার রবীন্দ্রনগরে। মন্দিরে গো-মাংস ফেলার ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে।

২৬শে এপ্রিল, বুধবার মহেশতলা পুরসভা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হরিসভা কৃষ্ণ মন্দিরে প্লাস্টিকে মোড়া গো-মাংস পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। কিছুটা দূরে ৭ নং ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর হাইস্কুলের কাছে কালী মন্দিরেও কারা গো-মাংস ফেলে যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে মহেশতলার ৬ নং ওয়ার্ডের খানকুলি মোড়ে সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত টানা দুঘন্টা পথ অবরোধ চালায় স্থানীয়রা।

খবর পেয়ে রবীন্দ্রনগর থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। অবরোধ তুলতে গেলে পরিস্থিতি ক্রমশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। স্থানীয় মানুষ জানায় মন্দির অপবিত্রকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। যতক্ষণ না অপরাধীরা গ্রেফতার হচ্ছে ততক্ষণ তারা রাস্তা ছাড়বে না। এরপর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধনের নেতৃত্বে মহেশতলা ও বজবজ থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ নিজেই দায়িত্ব নিয়ে মন্দির থেকে মাংসের টুকরো সরিয়ে নিয়ে মন্দির পরিস্কার করে দেয়। স্থানীয়রা অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে গণস্বাক্ষরিত একটি অভিযোগ পত্র তুলে দেয় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের হাতে। প্রশাসনের তরফ থেকে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হবে বলে আশ্বাস দিলে জনতা অবশেষে অবরোধ তুলে নেয়। প্রশাসন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আগামী দিনে সমস্ত মন্দিরে সিসিটিভি বসানো হবে। যতদিন সিসিটিভি বসানো না হবে, ততদিন মন্দিরগুলিতে পুলিশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে বলে জানা গিয়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষ পুলিশের কথাও আশ্বস্ত হলেও তারা জানায় কোন ব্যবস্থা না নিলে আগামীদিনে আগুন জ্বলবে।

বিকৃতিমুক্ত ইতিহাসের একটি অধ্যায়

তিতুমীর ও ওয়াহাবী আন্দোলন

অমিত মালী

আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, তখন তিতুমীরকে নিয়ে প্রায় প্রতিটি ক্লাসে একটু হলেও পড়তে হতো। বাংলা বইতে গল্প হিসেবে, ইতিহাস বইতে বিদ্রোহী হিসেবে। এইভাবে তিতুমীর নামক ব্যক্তিটি আমাদের সঙ্গে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছিল। তারপর ছেড়ে চলে গেল আমাদের। প্রথমে জানতাম না যে তিতুমীর মুসলিম ছিল। অনেকদিন পর জেনেছিলাম যে তিতুমীর-এর আসল নাম ছিল মীর নিশার আলী। তবে ততদিনে বামপন্থী সিলেবাসের কল্যাণে তিতুমীর রীতিমতো আমার কাছে হিরো; সে জমিদারের বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সে ছিল কৃষক আন্দোলনের নেতা। তারপর তো ছিল বাঁশের কেল্লা! দীর্ঘদিন আমি ভেবে অবাক হতাম যে একজন মানুষ লাঠি, বল্লম, সড়কি, তীর-ধনুক দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তবে পরে যখন জেনেছিলাম যে তখনকার দিনে জমিদাররা সবাই ছিল হিন্দু, তখন শ্রদ্ধা একটু কমে গেলো। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল।

তবে বেশ কিছুদিন আগে 'উরস'-এর সময় বামপন্থী সুজন চক্রবর্তী ফুরফুরা শরীফে গিয়ে বলেন যে তিতুমীরকে সাম্প্রদায়িক করে দেখানো হয়েছে দশম শ্রেণীর ইতিহাস বইতে। সত্যি তো চিন্তার বিষয়! একজন হিরোকে এইভাবে দেখানো ঠিক নয়। খোঁজ পড়লো সেই ইতিহাস বইতে। দেখা গেলো সুজনবাবুর কথা ঠিক। তবে এরপর খোঁজ শুরু হলো কোনটা ঠিক তা যাচাই করার জন্য। ইন্টারনেটে গেলাম, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের লেখা পড়ে দেখলাম, নির্ভরযোগ্য উৎস উইকিপিডিয়া দেখলাম। তাতে যা পেলাম, তিতুমীরের প্রতি আমার ঘৃণা ধরে গেলো।

তিতুমীরের জন্ম হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগণার চাঁদপুর গ্রামে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী, যা বর্তমানে বাদুড়িয়া ব্লকের মধ্যে পড়ে। তাঁর পিতার নাম ছিল সৈয়দ মীর হাসান আলী। তিতুমীরের বাবার দাদু ছিলেন সৈয়দ শাহাদাত আলী, যিনি সৌদি আরব থেকে অবিভক্ত বাংলাতে ইসলাম প্রচারের জন্যে এসেছিলেন। তিতুমীরের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল গ্রামের পাঠশালাতে। তারপর তাঁকে মাদ্রাসাতে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকে তিনি কোরান-হাদিস বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন এবং মাত্র ১৮ বছর বয়সে 'হাফিজ' উপাধি লাভ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আরবি, বাংলা ও ফারসী ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেন। তারপর পরিবারের ঐতিহ্য মেনে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। আর এইভাবে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় উত্তরপ্রদেশের বেরেলির ইসলাম প্রচারক সৈয়দ আহমেদের সঙ্গে। এখানে সৈয়দ আহমেদের পরিচয় জানা দরকার। ইনি ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা করেন। সৌদি আরবে মোহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাব প্রথম এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এই ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল ইসলামকে শুদ্ধ করার ডাক। ওয়াহাবি শব্দটির অর্থ হল পুনরুজ্জীবন। কিন্তু শব্দটির ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত নয়। এই পুনরুজ্জীবন শুধুমাত্র ইসলামের। কারণ ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতকে দার-উল-হার্ব থেকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। এখানে মনে রাখা দরকার শুধু ইংরাজ শাসিত তৎকালীন ভারতকে দার-উল-হার্ব বলা হয়নি। সাথে সাথে হিন্দু জমিদার ও শাসকরাও তাদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ ইংরেজদের সাথে হিন্দুমুক্ত ভারত গড়ে তোলাই ছিল ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে তারা মুসলমান সমাজের উদ্দেশ্যে বিবিধ বা ফতোয়া জারি করেছিল। যেমন, ধরুন কোনো ভারতীয় মুসলিম দাড়ি রাখেন না। তাকে দাড়ি রাখার প্রেরণা যোগান, বোরখা যাতে সব মহিলারা পরে তা বোঝানো হলো ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল কথা। তিনি গ্রামে গ্রামে একটি দল তৈরী করেন যাদের কাজ ছিল ভোরবেলা মুসলিম বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ফজর-এর (ভোরের নামাজ) নামাজের জন্যে জাগিয়ে তোলা। এইভাবে তিতুমীর ওয়াহাবি আন্দোলনের কাজে সারা ভারত ঘুরতে থাকেন। পরে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীর হজ করতে যান। এরপর তিনি তাঁর নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি তাঁর গ্রাম ও আশেপাশের গ্রামের মুসলিমদের কোরানের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার নির্দেশ দেন। অনেক গরীব মুসলিম কৃষক যারা ধুতি পরতেন, তাদের ধুতি পরা নিষিদ্ধ করেন। তাছাড়া গরীব মুসলিম কৃষকদেরকে হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন তিতুমীর। এরফলে মুসলিম কৃষকরা এখানে ওখানে লুঠপাঠ চালাতে থাকে। তবে জমিদারের জমি দখল করা হয়ে উঠছিলো না কোনমতেই। ঠিক এইভাবে তিনি পাশের পুড়া, গোবরডাঙ্গা, তারাগোনিয়া, গোবরা-গোবিন্দপুর এইসব এলাকাতে মুসলিম কৃষকদের সংগঠিত করেন। এইভাবে চলতে চলতে তিতুমীর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ আক্রমণাত্মক আন্দোলন শুরু করেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে প্রচার করেন যে পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মুসলিমদের দাড়ি রাখার জন্যে জরিমানা করেছেন, মসজিদের ওপর ট্যাক্স চাপিয়েছেন, যা তিতুমীর তার অনুগামীদের মধ্যে মিথ্যে প্রচার করেছিলেন। এরপর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তিতুমীর তার অনুগামীদের নিয়ে কৃষ্ণদেব রায়-এর গ্রাম পুড়া আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কৃষ্ণদেব রায়ের ছিল না। তিনি গ্রাম ছেড়ে গোবরডাঙার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কাছে আশ্রয় নেন। ইতিহাস বলছে এইসময় পুড়ার হিন্দুর ধর্মীয় স্থানগুলি আক্রমণ করতে তিতুমীর ও তাঁর অনুগামীরা ছাড়েনি। গরু কেটে তার রক্ত মন্দিরে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো জঘন্য কাজও ওয়াহাবি আন্দোকারীরা করেছিলেন। আতঙ্কিত কৃষ্ণদের রায় ইংরেজদের কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন করেন। ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ তার আবেদনের সাড়া দেয়নি। তারা কিছুদিন সময় নেয়। তিতুমীর, যার শক্তি বেড়ে চলেছিল দিন দিন-যার অনুগামীর সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫০০০ হয়েছিল। তিতুমীর এদেরকে ভালো লাঠিয়াল দিয়ে লাঠি চালানো, তীর ধনুক চালানো শিখিয়েছিলেন, বর্শা ছোড়ার ট্রেনিং দিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিতুমীর এই শক্তির সাহসে একের পর এক হিন্দু জমিদারদের গ্রাম আক্রমণ করতে থাকেন। আর এতে গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারাগোনিয়ার জমিদার রাজনারায়ণ, নাগপুরের জমিদার গৌরীপ্রসাদ চেধৌরী এবং গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কারণ তিতুমীরের ওয়াহাবি আদর্শে উদ্বুদ্ধ অনুগামীরা প্রায়ই হিন্দুপ্রধান জমিদারদের গ্রামগুলিতে হামলা, লুঠপাঠ চালাতো। ইতিমধ্যে তিতুমীর ঘোষণা করেন যে নদীয়া, বারাসাত ও ফরিদপুর তাঁর অধীন এবং এখানে ইংরেজের কোনো আইন চলবে না। তিতুমীর বারাসাতের কাছে, বাদুড়িয়া থানার দশ কিলোমিটার দূরে নারকেলবেড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ওখান থেকেই তিতুমীর তাঁর কাজ পরিচালনা করতেন। এই কেল্লাতে তিতুমীর প্রচুর দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র যেমন-বাঁশের লাঠি (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় তখনকার দিনে লাঠির জোরে অনেক গ্রাম

শেষাংশ ৬ পাতায়

১৯২১ সালে কেরলে মোপলা দাঙ্গায় হিন্দু গণহত্যার স্থানগুলি দেখে এলাম

তপন ঘোষ

প্রায় ছোটবেলা থেকেই দুটো জায়গার নাম খুব শুনেছি। মালাপ্পুরম ও কোহাট। প্রথমটা কেরল, দ্বিতীয়টা পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। ১৯১৯ সালে গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করে ভারতের রাজনীতিতে এক ভয়ঙ্কর মুসলিম তোষণনীতির নজির সৃষ্টি করেছিলেন। তারই পরিণামে এই দুই জায়গায় ভয়ঙ্কর হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা হয়েছিল যাতে হাজার হাজার হিন্দুকে কচুকাটা করেছিল সাম্প্রদায়িক মুসলিমরা। ১৯২১ সালে মালাপ্পুরমে ও ১৯২৪ সালে কোহাটে।

কোহাট তো এখন যাওয়ার উপায় নেই। তাই মালাপ্পুরম দেখবো, সেখানে হিন্দু গণহত্যার জায়গাগুলো দেখবো, সেইসব ঘটনার কোন স্মৃতি এখনও হিন্দুদের মনে আছে কিনা সেটা জানার চেষ্টা করবো এবং এখন হিন্দুদের পরিস্থিতি ও মানসিকতা কি, ঐ ঘটনার কোন প্রতিকারের কথা তারা ভাবে, না পরাজয়কে স্বীকার করে নিয়েছে সেটা বোঝার চেষ্টা করবো, এই ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই আমার মনে ছিল। কাজের চাপে হয়ে ওঠেনি। গত সেপ্টেম্বর মাসে (২০১৬) সেই সুযোগ হল। সঙ্গে পেলাম বর্তমানে বিদেশে বসবাসকারী আমার এক সমর্থক বন্ধুকে, যে পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। আটদিন কেরল ভ্রমণে খরচের প্রায় সবটাই তার উপর দিয়ে গেল।

এই মালাপ্পুরম নামটা নতুন। আগে একে মোপলাস্থান নামে ডাকা হত, তারও আগে এই অঞ্চলে ঐতিহ্যগত নাম মালাবার। এটা কেরলের উত্তর অংশে অবস্থিত। আদিগুরু শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কালাডি এই কেরলেই অবস্থিত। ১৮৯২-৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পায়ে হেঁটে সারা ভারত ভ্রমণ করছেন তখন এই মালাবার ভ্রমণ করে তিনি একে বলেছিলেন, পাগলা গারদ (Land of lunatics)। এখানকার জাতপাত ও ভেদাভেদের তীব্রতা দেখে তিনি একথা বলেছিলেন। হরিজনদেরকে এই মালাবারে গলায় ঘণ্টা বেঁধে যেতে হত যাতে সেই ঘণ্টার আওয়াজ শুনে ব্রাহ্মণরা রাস্তার পাশে সরে গিয়ে হরিজনদের ছোঁয়া ও ছায়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নিজেদের জাতরক্ষা করত।

১৯৫৭ সালে ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে কেরলে প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়। সারা পৃথিবীতে সেটাই ছিল প্রথম নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার। তারপরেও অনেকবার নির্বাচনে জিতে কমিউনিস্টরা এখানে সরকার গঠন করেছে। এই কমিউনিস্ট সরকারই ১৯৬৯ সালে কোঝিকোড ও পালক্কাড জেলা থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে এই মালাপ্পুরম নামে নতুন জেলা গঠন করে যাতে জেলাটি মুসলিম প্রধান হয়। কেরল রাজ্যের রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম। কিন্তু উত্তর কেরলের প্রধান শহর কোঝিকোড। কয়েক'শ বছর পূর্বে ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা আরব সাগরের তীরে অবস্থিত এই কোঝিকোড বন্দরে প্রথম পা রেখেছিলেন। এখানকার সমুদ্র সৈকত খুব বিখ্যাত ও আকর্ষণীয়। সঙ্ঘের প্রচারক থাকাকালীন ১৯৮১ সালে আমি শ্রদ্ধেয় কেশবজী ও রথীনদার সঙ্গে এই শহরে এসেছিলাম সঙ্ঘের কাজ দেখতে। প্রথম কেরালিয়ান (মালায়ালি) সঙ্ঘপ্রচারক কুমারনজীর সঙ্গে কেশবজীর বোনের বিয়ে হয়েছিল। এবারও গিয়ে আমি কুমারনজী ও তাঁর মেয়ে পদ্মাদির সঙ্গে দেখা করে এসেছি। কেশবজীর বোন জীবিত নেই। সদ্য কুমারনজী ৯৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন খবর পেয়েছি।

কোঝিকোডকে কেন্দ্র করেই ৮ দিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলাম। একদিন গিয়েছিলাম কান্নুর জেলাতে যেখানে গত ৫০ বছর ধরে আর এস এস ও সি পি এম-এর রক্তাক্ত সংঘর্ষ চলছে, যাতে বলি হয়ে গেছেন কয়েক শো মানুষ। সকলেই হিন্দু এবং বেশিরভাগই এড়োয়া জাতির। উভয়পক্ষেই এরাই লড়েন ও মরেন। এখানে আমার পুরানো সহকর্মী ভি মুরলীধরণের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। ঘটনাচক্রে তাঁর মায়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় আমি উপস্থিত ছিলাম। এটা দেখে দুঃখ পেয়েছি যে ওখানে হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির শ্মশান আলাদা হয়, এখনও। সরকারী শ্মশানে সব জাতির হিন্দুদের দাহকার্য হয় বলে শহরে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিজের বাড়িতেই মৃত ব্যক্তির দাহ করেন।

বিখ্যাত বা কুখ্যাত 'মোপলা রায়ট' ইতিহাসে মোপলা বিদ্রোহ নামে পরিচিত। কমিউনিস্টদের রচিত ইতিহাসে এই দাঙ্গাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা হয় এবং উত্তর ভারতে সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু এটা নির্জলা মিথ্যা। মোপলা মুসলিম দাঙ্গাকারীরা হাজার হাজার হিন্দুকে মেরেছে, তাদের সম্পদ লুঠ করেছে, মহিলাদের ধর্ষণ করেছে ও হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তর করেছে। দাঙ্গায় নিহত হিন্দুর সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করা তথ্য অনুসারে এই সংখ্যা কমপক্ষে তিন হাজার ও অধিকতম দশ হাজারের মধ্যে। অ্যানি বেসান্তের মতে, এই দাঙ্গায় নিহত, আহত, ধর্ষিতা ও ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মোট সংখ্যা ১ লক্ষ। দাঙ্গার ভয়াবহতা ও নৃশংসতার কথা স্মরণ করলে এখনও মানুষের মধ্যে শিহরণ জাগায়, যদিও কমিউনিস্টরা সেই ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। মালাপ্পুরম জেলায় এরনাড তালুকে (মহকুমা) উড়ানগাট্টিরি গ্রামে চেলিয়ার নদীর ধারে সেই পাথরের চট্টান আমি দেখে এসেছি যেখানে কমপক্ষে তিনশো হিন্দুকে হত্যা করে এই চেলিয়ার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন জায়গাটা জঙ্গলে ঢাকা। ন্যূনতম স্মৃতিচিহ্নটুকুও রাখা হয়নি। শুধু স্থানীয়দের মুখে মুখে ঐ জায়গায় এই গণহত্যার কথা জানা যায়। আমি স্থানীয়দের সাহায্য নিয়ে একজন ছাগল চড়ানো ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ঐ দুর্গম জায়গায় যেতে পেরেছিলাম। ১৯২১ সালে দাঙ্গার সময়ে চারদিক থেকে হিন্দুদেরকে ধরে এনে নদীর ধারে ঐ পাথরের উপর দাঁড় করিয়ে হত্যা করে ধাক্কা দিয়ে ঐ চেলিয়ার নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। দাঙ্গাকারীদের কাছে বন্দুক প্রায় ছিল না, তাই ছুরি বা ধারালো অস্ত্র দিয়েই এই গণহত্যা সম্পন্ন করা হয়েছিল। এলাকার সকলের কাছে শুনেছি এই নিহতদের মধ্যে দু'জন ব্রাহ্মণ ছিলেন—বিষ্ণু নাম্বুদ্রি ও পুরুষোত্তম নাম্বুদ্রি। সঠিক তারিখ জানা যায় না। এইরকম আরও তিনটি গণহত্যার স্থান আমি দেখেছি। তারমধ্যে একটি হল নিলাম্বুর রাজপ্রাসাদের সদর দরজা।

এইসব জায়গাগুলোই আমাকে যেতে হয়েছে শুধু জনশ্রুতি ও প্রাপ্ত ইতিহাসকে নির্ভর করে, কারণ কোন স্থানেই এইসব গণহত্যার কোন স্মারক চিহ্ন বা বিবরণ দেওয়া কোন ফলক রাখা হয়নি। বামপন্থীদের কাজই হল মুসলিম নৃশংসতার সমস্ত ঘটনাকে চাপা দেওয়া ও সমস্ত চিহ্নকে মুছে ফেলা।

১৯২১ সালে আগস্ট মাসে এই মোপলা দাঙ্গা শুরু হয়ে ছয় মাস পর্যন্ত চলেছিল। তাই আমি কেরলের হিন্দু সংগঠনগুলিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছি যে, আগস্ট মাসে যে কোন একটি দিনকে মোপলা দাঙ্গা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করে বর্তমান প্রজন্মের যুবক, কিশোর ও বালকদের নিয়ে ঐ দিনে ঐ গণহত্যার স্থানগুলিতে গিয়ে ফুল দিয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং ধীরে ধীরে ঐ জায়গাগুলিতে ঘটনার বিবরণ দিয়ে ফলক লাগানো। বেদনাদায়ক ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই চেষ্টা অতি ন্যূনতম এবং এটুকু করা উচিত বলে আমি মনে করি।

এবার আসি মালাপ্পুরমের বর্তমান অবস্থায়। বর্তমানে এই জেলার জনসংখ্যা ৪১ লক্ষ (২০১১ সেনসাস) যার মধ্যে ৬১ শতাংশ মুসলিম। জেলার একটি বড় মহকুমা কেন্দ্র পোন্নানি। এখানে রমরম করে চলছে সরকার অনুমোদিত রেজিস্টার্ড ধর্মান্তরণ কেন্দ্র। নাম মউনাতুল ইসলামা সভা। এটাও দেখে এসেছি একটি বিরাট শিব মন্দিরকে টিপু সুলতানের আক্রমণের সময় মসজিদে পরিণত করা হয়েছে। তার পাশেই গড়ে উঠেছে এই মউনাতুল ইসলামা সভা সংস্থাটি। বিশাল পরিসর, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাসহ এখানে ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষা, রীতি রেওয়াজ, ইতিহাস ও কলমা পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। আমাদের বাংলার মতো শুধু কলমা পড়িয়েই এখানে মুসলমান করা হয় না। কলমা পড়ানোর পর ছয় মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত ইসলামের প্রশিক্ষণ দিয়ে তবেই এখান থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী সকলের ধর্মান্তরের ব্যবস্থা এখানে আছে। এমনকি বিদেশ থেকেও মানুষকে এনে এখানে ধর্মান্তর করানো হয়। একটি পরিসংখ্যানে দেখতে পাচ্ছি যে ২০০৮ সালের ১লা অক্টোবর থেকে ২০০৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, পর্যন্ত অর্থাৎ এক বছরে এই কেন্দ্র থেকে মোট ৭৮৩ জন অমুসলিমকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেরল ৫৮৯, কর্ণাটক ৮৬, মহারাষ্ট্র ৪, ওড়িশা ৩, পশ্চিমবঙ্গ ২ এবং থাইল্যান্ডের ১৩৯ জন। এটি শুধুমাত্র সরকারি স্বীকৃত পোন্নানি ধর্মান্তর কেন্দ্রের পরিসংখ্যান। এরকম আরও তিনটি ধর্মান্তরকরণ কেন্দ্র চলছে বলে জানতে পেরেছি—মালাপ্পুরম শহর, মাঞ্জেরি এবং তিরুঅনন্তপুরমে।

উত্তর কেরলে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। তুলনায় মধ্য ও দক্ষিণ কেরলে কম। কিন্তু এই উত্তর কেরলেই আর এস এসের সঙ্গে প্রতিদিন রক্তাক্ত সংঘর্ষ হচ্ছে সিপিএম-এর। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশের মতো ঘনঘন হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ বা দাঙ্গা কেরলে হয় না। যদিও সেখানে বেশ কয়েকটি ইসলামিক সংস্থা আই এস আই এস-এর কাজে সক্রিয়, তবুও সাধারণ মুসলমানের আচার ব্যবহার বেশ খানিকটা শান্তিপূর্ণ বলেই আমার মনে হয়েছে। অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায়। এর একটা কারণ এটাও হতে পারে যে সেখানকার বহু মুসলমান মধ্য প্রাচ্য ও আরব দেশগুলিতে কাজ করে। সেখানে তারা প্রচুর টাকা রোজগার করে কেরলে নিয়ে আসে বা পাঠায়। সেই টাকা দিয়ে মুসলিমরা সম্পত্তি কেনা, বাড়িঘর তৈরি করা ও ব্যবসাবাণিজ্য করায় লেগে থাকে। তাই রোজ রোজ ঝামেলা করার সময় তাদের নেই। কারণ যাই হোক না কেন, ফলটা খুব স্পষ্ট। উত্তর কেরলের ৭০ ভাগ ব্যবসাবাণিজ্য মুসলমানের হাতে চলে গেছে। কোঝিকোডের মতো বড় শহরেও মুসলমানের দোকান থেকে জিনিস না কেনা বা মুসলিম হোটেল রেস্টুরেন্টে না খাওয়ার কথা হিন্দুরা চিন্তাও করতে পারে না। আমার অনুভূতি, সেখানে হিন্দুরা মনে মনে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। ইসলামের এই প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা তারা ভাবতেও পারে না। উত্তর কেরলে সিপিএম ও আর এস এস সংঘর্ষে হিন্দু বনাম হিন্দু লড়াই চলছে। আর মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে কেরল দখল করে নিচ্ছে। বর্তমানে সমগ্র কেরলে হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে ৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মুসলিমের সংখ্যা হয়েছে ৩২ শতাংশ।

কেরল বিশেষ করে মালাবারে এত মুসলিম হল কি করে তার একটু ঐতিহাসিক পটভূমি বলা দরকার। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত মহীশূরের নবাব হায়দার আলি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতান বেশ কয়েকবার কেরলে দুটি রাজ্যের উপর আক্রমণ করেন ও অনেকটা সময় ধরে রাজত্ব করেন। এই দুটি রাজ্য ছিল কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর। এছাড়াও এরনাড প্রভৃতি স্থানে আরও ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এই আক্রমণগুলির সময় বিশেষ করে টিপু সুলতান ব্যাপকভাবে হিন্দু মন্দির ধ্বংস, মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা ও হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করার কাজ করেছিলেন। তাঁর রণকৌশল ছিল হিন্দু সমাজের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের গায়ে হাত না দেওয়া। সমাজের মধ্যবর্তী অংশ নায়ারদের হত্যা করা ও সমাজের পশ্চাৎপদ অংশ এড়োয়াদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা। কৌশলটা খুবই কাজে লেগেছিল। নাম্বুদ্রিদের কথাকে হিন্দু সমাজ বেদবাক্যের মতো পালন করত। কিন্তু তাঁদের গায়ে হাত না পড়ায় এই ইসলামিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তাঁরা সমাজকে আহ্বান করলেন না। নায়াররা ছিল যোদ্ধা ও অত্যন্ত ধনী। তাদের উপর আক্রমণে এড়োয়ারা এগিয়ে গেল না তাদের রক্ষা করতে। আর এড়োয়াদের যখন ধর্মান্তরিত করা হতে থাকল তখন তা আটকাতে তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কেউ নেই। সুতরাং এককথায় বলা চলে যে সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং শাস্ত্রচর্চার জন্য নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরা যে শ্রদ্ধা ও মান্যতা সমগ্র হিন্দুসমাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তার মর্যাদা রাখতে তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিধর্মী আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন সেদিন ছিল, তা তাঁরা দিতে পারেননি। তাই মালাবারে হয়ে গেল ইসলামীকরণ।

কিন্তু ১৯২১ সালে মোপলা দাঙ্গার সময় মুসলমানরা নাম্বুদ্রিদেরকেও ছেড়ে কথা বলেনি। অনেক জায়গায় তারা নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদেরকে হত্যা করেছে। এইবার অন্ততঃ নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরা তাঁদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কথা অনুভব করতে পেরেছেন। বলতে ভুলে গিয়েছি, কেরলে সর্বজনে শ্রদ্ধেয় কমিউনিস্ট নেতা ই এম এস নাম্বুদিপাদের জন্মস্থানও এই মালাপ্পুরম জেলাতেই। যে মুহূর্তে আমি এটা জানতে পারলাম আমার মনে বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। ঘোর অন্ধকার রাতে যেমন বিদ্যুৎ চমকে মুহূর্তের মধ্যে এলাকাটা দেখা যায়, ঠিক তেমনি বাংলা ও কেরলে কমিউনিজমের সৃষ্টি প্রভাবের পিছনে আসল সত্যটা আমার মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বাংলা ও কেরলের মিলটা দেখতে পেলাম আমি। পূর্ববঙ্গের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যেমন ইসলামিক পাশবিকতার কাছে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অপমানিত ও পরাজিত হয়ে, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দোষারোপ করে মার্কসবাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে সেই অপমানবোধ পরাজয় ও আত্মগ্লানিকে নিজের কাছে থেকেই লুকাতে চেয়েছেন, ঠিক তেমনি কেরলে ই এম এস ও অন্য নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদেরকে মুসলমানের ঐ মার মার্কসবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। নিজেদের পরাজয় ও সমাজরক্ষায় নেতৃত্বদানে ব্যর্থতা লুকাতে তারা মার্কসবাদের অজুহাত নিয়েছেন। তারই ফলে ঐ হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের অত্যাচার ও প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ এবং মোপলা দাঙ্গার আসল ইতিহাসকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে তারা সমগ্র মানব সভ্যতার প্রচণ্ড ক্ষতি করে দিয়েছে। তাদের এই অপকর্মের জন্যই বিকৃত ইতিহাস আমাদের জাতির উপর চেপে বসে মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। এ ক্ষতি অপূরণীয়।

শেষাংশ ৪ পাতায়

হিন্দু সংহতির উদ্যোগে চারঘাটে রক্তদান শিবির

গত ১২ই মার্চ 'হিন্দু সংহতির' উদ্যোগে আয়োজিত ও 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ প্রফেশনাল এডুকেশন'- এর সহযোগিতায় রূপায়িত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংহতি সভাপতি মাননীয় তপন কুমার ঘোষ মহাশয়ের উপস্থিতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সকলকে সেবা ও সক্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। কিন্তু ওই ক্যাম্পে একটা গন্ডগোল সৃষ্টি হয়। পুলিশ কোনরকম মাইকের শব্দ হতে দেবে না। তাই মাইক বন্ধ করতে আসে পুলিশ। কিন্তু হিন্দু সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের নেতৃত্বে স্থানীয় কর্মীরা পিছু হঠতে নারাজ। তাই মাইক স্বমহিমায় বাজতেই থাকে। পুলিশের সাথে মাননীয় তপন ঘোষ ও সংহতির আরোও কর্মীদের বাকযুদ্ধ চলে বেশ কিছুক্ষণ। পরে ধাক্কাধাক্কিও হয়েছে বলে জানা গেছে।

নরেন্দ্র মোদী - যোগী আদিত্যনাথের জমানায় তাজমহলে গেরুয়া ওড়না পরে প্রবেশে নিষেধ জারি

কয়েকজন বিদেশি মডেল গেরুয়া ওড়না মাথায় জড়িয়ে তাজমহলে ঢুকছিলেন। কিন্তু প্রবেশ পথেই তাদের বাধা দেওয়া হয়। বলা হয় গেরুয়া ওড়না খুলেই তাদের তাজমহলে প্রবেশ করতে হবে। এই নির্দেশে হতবাক হয়ে যান বিদেশিনীরা। গত ২০শে এপ্রিল এমনই ঘটনার সম্মুখীন হন উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় তাজমহল দেখতে আসা কিছু বিদেশি।

তাজমহলে প্রবেশের সময় মাথায় জড়ানো গেরুয়া ওড়না খোলার নির্দেশ দেওয়ার জেরে একাধিক হিন্দু সংগঠন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের দাবীও জানায় তারা।

গেরুয়া ওড়না খুলে বিদেশি মডেলদের তাজমহলে ঢুকতে বাধ্য করে ভারতীয় সংস্কৃতিকে খর্ব করা হয়েছে বলে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে একাধিক হিন্দু সংগঠন। হিন্দু সংহতি-র সভাপতি তপন ঘোষ বলেন, 'নরেন্দ্র মোদীর স্নেহধন্য যোগী আদিত্যনাথ যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সে রাজ্যের এক পুরাকীর্তি দেখতে গেরুয়া বসন পরা যাবে না। এমন নির্দেশ তো পাকিস্তানে চলতে পারে, ভারতে তা কিভাবে সম্ভব?' তিনি আরও বলেন, অবিলম্বে এ বিষয়ের তদন্ত হোক। এবং শুধু গেরুয়া ওড়না নয়, পুরুষরাও যাতে গেরুয়া পোষাক পরে তাজমহলে ঢুকতে পারে, তার ব্যবস্থা করুক উত্তরপ্রদেশ সরকার। কোন পুরাকীর্তি দর্শনে 'ড্রেস কোড'-এর ফতোয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেন তিনি।

এই ছোট ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে বিকৃত সেকুলারিজমের বিষ আমাদের প্রশাসনের বহু জায়গায় এখনও ঢুকে আছে। প্রশাসনকে এই বিষমুক্ত করাটা এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

৩ পাতার শেষাংশ

...হিন্দু গণহত্যার স্থানগুলি দেখে এলাম

আশ্চর্যের কথা যে, এই ব্যাপারে কমিউনিস্টদের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রচণ্ড মিল। আর ততটাই অমিল ডঃ আম্বেদকর ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে। ১৯২১-এর সেই হিন্দু গণহত্যার পর গান্ধীজী মোপলাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সাহসী যুদ্ধের জন্য। গান্ধীজী বলেছিলেন, ''সাহসী ও ঈশ্বরভীরু মোপলারা তাদের ধর্মীয় কারণে যুদ্ধ করছে এবং যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ করছে তাকে তারা ধর্মীয় পদ্ধতি বলে মনে করে।'' অর্থাৎ মোপলা মুসলমানদের এই হিন্দু গণহত্যাকে গান্ধীজী একটি শব্দেও নিন্দা না করে এটা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে স্বীকৃতি দিলেন। ডঃ বি আর আম্বেদকর গান্ধীর এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বললেন যে, গান্ধীর স্বপ্নের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য এই মূল্য বড্ড বেশি ভারী হয়ে গেল। আর্য সমাজের স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চেষ্টায় প্রায় দুই হাজার ধর্মান্তরিত মুসলমানকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তারই পরিণামে ১৯২৬ সালে ২৩শে ডিসেম্বর আব্দুল রসিদ নামে এক ব্যক্তি স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে তাঁর আশ্রমে হত্যা করে। সেই হত্যাকারী আব্দুল রসিদকেও অহিংসার পূজারী গান্ধী একজন ধর্মভীরু মুসলমান ও তাঁর ভাই বলে ঘোষণা করেছিলেন।

একটি কথা উল্লেখ করা খুব দরকার যে প্রায় ছয় মাস এই একতরফা দাঙ্গা চলার পর ব্রিটিশরা নির্মমভাবে এই দাঙ্গা দমন করে। ব্রিটিশ সরকারী তথ্য অনুযায়ী এই দাঙ্গায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ৪৩ জন নিহত ও ১২৬ জন আহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে দাঙ্গাকারীদের মধ্যে ২৩৩৭ জন নিহত, ১৬৫২ জন আহত এবং ৪৫,৪০৪ জনকে বন্দী করেছিল ব্রিটিশ সরকার। এদের মধ্যে ২০ হাজার বন্দীকে আন্দামানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তার পরেই আর্য সমাজের দ্বারা এই শুদ্ধিকরণ ও হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

মোপলা দাঙ্গার কিছু ইতিহাস আমার আগেই পড়া ছিল। এবারে আর একটু খুঁটিয়ে পড়লাম। স্বচক্ষে দেখে এলাম এলাকাগুলিকে। বর্তমানের উপর তার কতটা প্রভাব তা বোঝার চেষ্টা করলাম। এবং আমাদের বাংলার পরিস্থিতির সঙ্গে কেরলের পরিস্থিতির কতটা মিল বা অমিল তা বোঝার চেষ্টা করতে আমার এই কেরল সফর।

আমার উপলব্ধি এককথায়, উত্তর কেরলের হিন্দুরা লড়াই ছেড়ে দিয়ে আগ্রাসী ইসলামের কাছে নতিস্বীকার করেছে, ফলে শান্তিপূর্ণভাবে উত্তর কেরলে ইসলামিকরণ চলছে। কিন্তু বাংলায় হিন্দুরা এখনও নতিস্বীকার করেনি। সচকিত ও সজাগ হয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতি করছে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে আক্রমণ মৌলবাদীদের

সনাতন হিন্দুদের বিয়েতে নদী বা পুকুরের ঘাট থেকে জল এনে বর বা কনেকে স্নান করানোর রীতি বহু প্রাচীন। এই জল আনতে গিয়ে ফেরার পথে মুসলিম দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্তের শিকার হতে হলো একটি হিন্দু পরিবারকে। ঘটনাটি ঘটেছে সংখ্যালঘু হিন্দু জেলা তথা কালিয়চক ও চাঁচল খ্যাত মালদা জেলার গাজল থানার অন্তর্গত আলাল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুলতানপুর গ্রামে। জতন মাঝি (৪৫)-র বাড়িতে মেয়ের বিয়ে, তাই পার্শ্ববর্তী মহানন্দা নদী থেকে জল নিয়ে ফিরছিলেন বাড়ির আত্মীয় মহিলা ও বাচ্চারা, সাথে ব্যান্ড পার্টি ছিল তাই নাচ গানের মেজাজেই সকলে ছিল। কিন্তু ফেরার সময় পথে বাধা দেয় সেতাবুর রহমান (৪৮) নেতৃত্বে কিছু মৌলবাদী মুসলিমরা, ব্যান্ড পার্টি ভেঙে দেওয়া হয় মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করা হয়। যদিও পরে গাজল থানায় অভিযোগ করা হয় তবে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। পরিবেশ বেশ থমথমে।

উল্লেখ্য ২০০৮ সালেও সুলতানপুরে একটি হিন্দু বাড়িতে বরযাত্রীদের সাথে মৌলবাদীদের প্রচন্ড বচসা বাঁধে সে সময় হিন্দুদের প্রাথমিক প্রতিরোধে পিছু হটতে বাধ্য হলেও পরে মসজিদের মাইককে কাজে লাগিয়ে, গুজব রটিয়ে একটি বড় মাপের ভীড় তৈরী করে। শাসকদলের পরিবর্তন ঘটলেও হিন্দুর উপর আক্রমণ চলছে চরম আগ্রাসীভাবে, হিন্দুর ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছে ও হচ্ছে। ক্রমাগত হিন্দুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে গাজোল থানা ঘেরাও করে হিন্দু সংহতির কর্মীরা। এরপরই নড়েচড়ে বাস পুলিশ প্রশাসন। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত সেতাবুর রহমানকে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ ৩০১/১৭ ও ৩৪১/৩২৩/৫০৬ ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

হিজাব পরে স্কুলে আসার দাবীতে চড়াও রথবাড়ী হাইস্কুল

স্কুলে ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা চলছিল। গত ১৮ই এপ্রিল, হঠাৎই বেশ কিছু ছাত্রী হিজাব পরে পরীক্ষা দিতে আসে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাদের নিষেধ করেন ও পরের দিন থেকে স্কুল ড্রেস পরে আসতে বলেন। ফল হয় উল্টো। পরেরদিন আরও অধিক সংখ্যায় ছাত্রীরা হিজাব পরে আসে এবং প্রায় ১৫০ জন অভিভাবক স্কুলে চড়াও হয়। প্রধান শিক্ষককে শারীরিক হেনস্থা করা হয়। প্রধান শিক্ষক মহাশয় কোনক্রমে নিকটবর্তী কালিয়াচক থানা ও মোথাবাড়ী থানায় যোগাযোগ করেন। দ্রুত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ওই ছাত্রীদের ও তাদের অভিভাবকদের দাবী, হিজাব তাদের ধর্মীয় পোশাকের অঙ্গ। তাই হিজাব পরে আসার অনুমতি দিতে হবে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলেন যে, স্কুলের পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত ছাড়া তিনি একা এই অনুমতি দিতে পারবেন না।

সেইমতো আগামী ২৭শে এপ্রিল এই বিষয়ে আলোচনার দিন ধার্য করা হয়। আরও উল্লেখ্য যে, এই বিদ্যালয়েই গত ২০০৮ সালে বিভিন্ন ক্লাসরুমের দরজায় গরুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী স্কুলের পরিচালন সমিতি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে স্কুলের ড্রেস পরেই স্কুলে আসতে হবে। অন্যথায় তাকে ক্লাসে বসার অনুমতি দেওয়া হবে না।

হাওড়া সহ কলকাতার আশেপাশেই ঘাঁটি গেড়েছে আইএস জঙ্গিরা ঃ রিপোর্ট তলব কেন্দ্রের

আইএসআইএস-এ রাজ্যে যে ক্রমশ জঙ্গি আতঙ্ক বাড়ছে সেই সতর্কবার্তা আগেই দিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। এবার পশ্চিমবঙ্গের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এ রাজ্যে কোথায় কোথায় রয়েছে জঙ্গিদের 'স্লিপার সেল' আর কারাই বা আইএসে নিয়োগ করছে, সেই তথ্য জানতে চাইল কেন্দ্র। কিছুদিন আগেই ঢাকার তরফ থেকে নয়াদিল্লিকে দেওয়া একটি রিপোর্টেজানানো হয়েছিল যে সীমান্ত পার করে ভারতে ঢুকেছে প্রচুর জেএমবি ও হুজি জঙ্গি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছেন, অসম, ত্রিপুরার হাইলা ও কান্দি এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল, এমনকি হাওড়াতেও ঢুকে আশ্রয় নিচ্ছে জঙ্গিরা। গত দু'বছরের তুলনায় সেই অনুপ্রবেশের সংখ্যাটা বেড়েছে তিনগুণ। এমনকি গোয়েন্দা রিপোর্টে এমন তথ্যও উঠে এসেছে যে এ রাজ্যের কিছু আইএস সমর্থক নাকি প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলেছে রাক্কা, সিরিয়ার আইএস হ্যান্ডলারদের সঙ্গে। কিন্তু, কিভাবে এই যোগাযোগ করা হচ্ছে সেটা গোয়েন্দাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে এ রাজ্যে আইএস জঙ্গিদের উপস্থিতির বেশ কিছু প্রমাণ মিলেছে।

জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাসে মুম্বইয়ের এক ট্রাভেল এজেন্ট জানিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ২৭ জন বাসিন্দা হজে গিয়ে আর ফেরেননি। তাদের ব্যাপারে কোনও খোঁজখবরও পাওয়া যায়নি। অ্যান্টিটেরর স্কোয়াডকে এই তথ্য জানান ওই এজেন্ট। তারপরেই এপ্রিল মাসে বীরভূম থেকে ১.৮ লক্ষ ডিটোনেটর উদ্ধার করা হয়। যা তেলেঙ্গানার রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকা একটি ট্রাকে ভর্তি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাকের চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, বর্ধমান থেকে ধৃত মহম্মদ মাসিরুদ্দিন ওরফে মুসাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আইএসের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। জানা গিয়েছে এ রাজ্যে আইএসের নেটওয়ার্ক ক্রমশ শক্তপোক্ত হচ্ছে। ২০১৬-র ৪ঠা জুলাই মুসাকে গ্রেফতার করার পর আইএসের ছক বানচাল হয়ে যায় বলে গোয়েন্দাদের দাবি। রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে নিয়মিত বিএসএফের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শও দিয়েছেন কেন্দ্র। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলির পুলিশ সুপারদের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

উঠল ফাঁসির দাবী

কাকদ্বীপে ৪৫ বছরের কেসিমুদ্দিনের হাতে হিন্দু শিশু ধর্ষণ

গত ২২শে এপ্রিল আট বছর বয়সী নিজের মেয়ের বান্ধবীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ৪৫ বছর বয়সী বাবার বিরুদ্ধে। এমনই এক ন্যক্কারজনক ঘটনার খবর পাওয়া গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপের বুধাখালি থেকে।

ঘটনায় প্রকাশ, পেশায় মৎসজীবী বছর তিরিশের অরুন দাসের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ জেলার কাকদ্বীপের অন্তর্গত উকিলের হাট স্টেশনের নিকটবর্তী বুধাখালি ডাকঘর সংলগ্ন বিশালাক্ষ্মীপুর। দুই মেয়ে, এক ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে ভরা সংসার। আট বছরের বড় মেয়ে প্রিয়া দাস (নাম পরিবর্তিত) স্থানীয় সুকান্ত শিশু শিক্ষানিকেতনের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। অন্য দুটি আরও ছোট। পেশার তাগিদে তাকে প্রায়শই মাছ ধরতে ট্রলারে মাঝসমুদ্রে পাড়ি দিতে হয়। অন্যদিকে, দুর্ভাগ্যবশত এরই মধ্যে তার স্ত্রীও হঠাৎ-ই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় বাড়িতে ছোট বাচ্চাগুলিকে মূলত পাড়া প্রতিবেশীরাই আগলে রাখতেন। আর সেখানেই ঘটে গেল এই মারাত্মক ঘটনা।

এলাকার মানুষজনের মতে অভিযুক্ত কেসিমুদ্দিন শেখকে (পিতা- সাত্তার শেখ) সবাই এতদিন উকিলের হাট স্টেশনের নিকটবর্তী বুধাখালির বাসিন্দা অরুন দাসের এক ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বলেই জানতেন। পাশাপাশি বাড়ি হওয়ায় কেসিমুদ্দিনের মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে প্রিয়ার। অভিযোগ, তখন থেকেই নাকি তার উপর দৃষ্টি পড়ে অভিযুক্ত কেসিমুদ্দিনের। কিন্তু বাবার বয়সী এই ব্যক্তিই যে এলাকার-ই একটি ফুটফুটে নিষ্পাপ শিশুর এমন সর্বনাশ করবে তার আঁচ পায়নি কেউ।

ঘটনায় জানা যায়, জীবিকার তাগিদে ওইদিন সকালে নিগৃহীতার বাবা অরুণ দাসকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। মা-ও বেরিয়ে পড়েছিলেন বাড়ি ফাঁকা রেখেই। আর এর সুযোগ নেয় সেই নরপশু। ভাই বোন যখন খেলছে, সেই সময় বিকেল ৪টে ৪৫ নাগাদ ফাঁকা বাড়িতেই প্রিয়ার মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করার চেষ্টা করে সে। ঠিক সেই সময়েই বাইরের কাজ সেরে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন প্রিয়ার বাবা। মেয়ের এই অবস্থা দেখে চিৎকার জুড়ে দেন তিনি। হইচই শুনে ছুটে আসেন অন্যান্য প্রতিবেশীরা। এতে হতচকিত হয়ে অভিযুক্ত কেসিমুদ্দিন মেয়েটিকে ফেলে রেখে তার বাবাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে আসেন স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকেরা। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় কাকদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করতে ছুটে যান তারা। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশাসন অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অভিযুক্ত কেসিমুদ্দিনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন তারা। ইতিমধ্যেই জেরায় অভিযুক্ত তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ঠিকঠাকভাবে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন স্থানীয় প্রশাসন। শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী গভীর রাত পর্যন্ত সংহতির কর্মীরা থানায় অবস্থান করে বিষয়টির উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছেন। কেসিমুদ্দিনকে আদালতে তোলা হলে মাননীয় বিচারপতি তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। কিন্তু এরপরেও স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। তাদের একটাই দাবী-অপরাধীকে ফাঁসি দিতে হবে।

খড়দহে স্বর্ণঋণ সংস্থায় ভয়াবহ ডাকাতি

দক্ষিণের রেশ কাটতে না কাটতেই ডাকাত দলের হানা উত্তরে। গত ৮ই মার্চ, শনিবার সকালে স্বর্ণঋণপ্রদানকারী সংস্থার অফিসে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটল উত্তর ২৪ পরগণার খড়দহে। ডাকাতদের ছোড়া গুলিতে গুরুতর আহত হয় এক মহিলা গ্রাহক। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী যায়।

সোনারপুরের ডাকাতির ঘটনায় ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের ডাকাত যোগ সামনে এসেছে। এখনও অধরা চক্রের মূল পান্ডা কাশেম। তার খোঁজে বাংলাদেশ পাড়ি দিচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনার উত্তাপ কমতে না কমতেই ফের একই কায়দায় ডাকাতির ঘটনা। এবার উত্তর ২৪ পরগণার স্বর্ণঋণপ্রদানকারী সংস্থার অফিস খোলা মাত্রই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে দুই সশস্ত্র ডাকাত। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সে সময় অফিসের মধ্যে ছিলেন মাত্র তিন জন কর্মী। পোশাক পরিবর্তন করছিলেন বছর পঞ্চাশের এক নিরাপত্তাকর্মী। রাস্তার উল্টোদিকে তিনটি বাইক রেখে অফিসের মধ্যে ঢোকে দুই ডাকাত। বাইরে রেইকি করছিল একজন ডাকাত। নিরাপত্তারক্ষীর মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁকে এক কোণে নিয়ে যায় সে। ঠিক সেই সময়ে শর্বরী ঘোষ নামে এক গ্রাহক ঋণ শোধ করতে ওই অফিসে আসেন। তিনি ভিতরে ঢুকতে চাইলে তাঁকে বাধা দেয় বাইরে প্রহরারত ওই ডাকাত। ওই মহিলার সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় ডাকাতের। এরপর জোর করেই ভিতরে ঢুকে পড়েন শর্বরী। সে সময় অফিসের ভিতরে অপারেশন চালাচ্ছিল ডাকাত দল।

সিন্দুক লুঠ হচ্ছে দেখে চিৎকার জুড়ে দেন শর্বরী। তখন গুলি চালিয়ে নগদ টাকা বেশকিছু সোনা নিয়ে বাইকে চেপে চম্পট দেয় ডাকাত দলটি। গুলিটি মহিলার মাথা ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। গুলির আওয়াজ শুনে ভিতরে ঢোকেন তিন স্থানীয় বাসিন্দা। গুরুতর আহত ওই মহিলাকে উদ্ধার করেন নির্মল দে নামে স্থানীয় এক রিকশা চালক। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে প্রথমে বলরাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাঁকে পরে আর.জি.কর. হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ডাকাতির ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে আসে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কর্তারা। আসেন পুলিশ কমিশনার সুব্রত মৈত্র, এডিসিপি ধ্রুবজ্যোতি দে। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি বাক্স ভেঙে নগদ টাকা লুঠ করে পালিয়েছে ডাকাত দল। ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। গোটা কমিশনারেট এলাকা ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। রহড়া বাজারের ওই এলাকা সংলগ্ন বিটি রোড ও কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে বিটি রোডের দিকে একটি রেলগেট থাকায় ডাকাত দলের সেদিকে পালানোর সম্ভাবনা কম বলে মনে করছে পুলিশ। সেক্ষেত্রে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে বা যশোর রোড ধরে পালিয়ে থাকতে পারে ডাকাত দল।

বছর পঞ্চাশের ওই নিরাপত্তারক্ষীর ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঠিক কত টাকা লুঠ হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। নিরাপত্তারক্ষী জানিয়েছেন, ডাকাতরা হিন্দি ও বাংলা মিশিয়ে কথা বলছিল। সাধারণ পোশাকে ছিল তারা।

১ম পাতার শেষাংশ

শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক সংহতি সভাপতির

পনেরো হাজার কর্মী-সমর্থকের সামনে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্প ও প্রদীপ জ্বালিয়ে সভার কাজ শুরু করেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। দুই মেদিনীপুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সৌরভ শাসমল এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন। সংহতির সহ সভাপতি দেবদত্ত মাজি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, মেদিনীপুরে আসার পথে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের জোয়ার দেখেছেন। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এই মেদিনীপুরের মাটিতে হিন্দু অত্যাচারিত হচ্ছে। হিন্দু মা-বোনের ইজ্জত যাচ্ছে, মঠ-মন্দির আক্রান্ত হচ্ছে। হিন্দু একদিন আধপেটা খেয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার ধর্মের উপর আক্রমণ সে কিছুতেই মেনে নেবে না। সংগঠনের সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য বলেন, জেহাদী শক্তি মেদিনীপুরকে গ্রাস করেছে। প্রতিদিন হিন্দু অত্যাচারিত হচ্ছে। এই মেদিনীপুর একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনে পথ দেখিয়েছিল, তেমনিভাবে এই জেহাদী শক্তির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, দুষ্কৃতির কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। অম্বিকানন্দ মহারাজ বলেন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথে হেঁটেই হিন্দুকে তার অধিকার রক্ষা করতে হবে। স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়ে নবী দিবস চালু হচ্ছে— পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামিকরণে ষড়যন্ত্র চলছে—এর বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকদের লড়াইয়ের ময়দানে নামতে আহ্বান জানান তিনি।

সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ প্রায় দীর্ঘ ৪৫ মিনিটের বক্তব্যে হিন্দু নিপীড়নের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর অভিযোগ, নন্দীগ্রামসহ মেদিনীপুর জেলা তথা গোটা রাজ্যে হিন্দুরা হামলার শিকার হচ্ছে। আর এই মুসলিম দুষ্কৃতিদের আড়াল করছে রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ প্রশাসন। আবু তাহের, শেখ সুফিয়ান, শেখ খুশনবির মতো নেতারা এলাকার মুসলিম দুষ্কৃতিদের মদত দিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এমনকি মেদিনীপুরে হিন্দু জনসংখ্যা বেশি হলেও সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, হলদিয়া পোর্ট, সরকারি প্রকল্পগুলি মুসলিমদের দখলে। প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের আমলে এই দখলদারী শুরু হয়েছে। বর্তমানে তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীর আমলেও সর্বত্র মুসলমানদের দাপট। তোষণের রাজনীতি হিন্দুদের আজ মেদিনীপুরে কোণঠাসা করে দিয়েছে। তাঁর সাফ হুঁশিয়ারি, প্রশাসন যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ না করে, গোপাল দেবনাথ, অয়ন পট্টনায়কদের মতো সংহতি কর্মীদের অত্যাচারের শিকার হতে হয়, তবে হিন্দু সংহতি কর্মীদের তিনি প্রশাসনের

বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে আহ্বান জানাবেন। তিনি আরও বলেন, এ রাজ্যে হিন্দুদের সঙ্গে সৎ ছেলের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। সব সুযোগ সুবিধা সংখ্যালঘুদের জন্য, আর হিন্দুরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছে। এভাবে চলতে পারে না। প্রশাসনকে তাঁর বার্তা, হিন্দুদের নিরাপত্তা যদি প্রশাসন দিতে না পারে, তবে মহারণ হবে। হিন্দু সংহতি কোন রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। হিন্দুর অধিকারের জন্য তারা লড়াই করছে। যতদিন হিন্দুর অধিকার প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে ততদিন এই লড়াই চলবে বলে তিনি জানান।

মেদিনীপুরে যেসব সংহতি কর্মী লড়াই করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে জেলে গিয়েছেন, তপন ঘোষ নিজে হাতে তাদের গলায় হিন্দু সংহতি-র পাট্টা পরিয়ে দেন।

এটা কি কলকাতা পুলিশের ভুল? গাফিলতি? না হিন্দুত্ববাদের প্রতি জিঘাংসা

বিনা দোষে আটক সব্যসাচীর উপর অত্যাচার হল

বিনা দোষে ইংরেজবাজার থানা আটক করলো মালদার হিন্দু সংহতি কর্মী সব্যসাচী দাসকে। বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ-ই পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। সেখানে তার উপর নির্মম মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় বলে সূত্রের খবর। বিশেষতঃ লাঠি দিয়ে ব্যাপক মারার পাশাপাশি তার বুকে পেটে বুট দিয়ে লাথি মারার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের বক্তব্য, সব্যসাচীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে ফেসবুকে দেওয়া তার পোষ্টের দরুন এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হয়েছে। অথচ সেই সম্পর্কিত কোন প্রমাণ দাখিল তারা করতে পারেন নি। গত ২১শে এপ্রিল মালদার ইংরেজবাজার থানায় এমনি নৃশংস কাণ্ড ঘটায় পুলিশ।

সব্যসাচীর উপর এই বর্বর অত্যাচারের মূল কারিগর ছিলেন কলকাতা লালবাজার সাইবার সেলের দুই অফিসার-রাজা সাহা এবং এম আলী। তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এক স্থানীয় মুসলিম যুবক। সেই যুবকটিও লালবাজারে কর্মরত বলে জানা গেছে। খবর পাওয়ার পর হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় অফিস থেকে ইংরেজবাজার থানায় যোগাযোগ করা হয়। সব্যসাচীর বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইমের অভিযোগ আছে বলে থানা কর্তৃপক্ষ জানায়। পরদিন ২২শে এপ্রিল কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে সব্যসাচীকে তোলা হবে বলে থানা মারফত জানানো হয়। সব্যসাচী মালদা মেডিকেল কলেজ থেকে মেডিকেল টেস্ট করে। সেখানে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের উল্লেখ আছে।

সেইমতো প্রস্তুতি নিতেও শুরু করেছিল হিন্দু সংহতির আইন বিভাগের দায়িত্বে থাকা সুন্দর গোপাল দাস। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে নির্যাতিত সব্যসাচীকে সন্ধ্যের সময়েই থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার প্রোফাইলটি থেকে পোষ্ট ডিলিট করতে থানা থেকে তার উপর চাপ দেওয়া হয়। এমনকি আদেশ অমান্য করলে তার ফল ভালো হবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয় তাকে। থানায় তার উপর কোনরকম পুলিশি নির্যাতন হয়নি-এই মর্মে তাকে একটি লিখিত বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়। অবশেষে বিবৃতি দেওয়ার পরই ইংলিশবাজার থানার পুলিশ সব্যসাচীকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়।

হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ তাঁর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, এটা কলকাতা পুলিশের ভুল, গাফিলতি না হিন্দুত্বের প্রতি জিঘাংসা? সামান্য ঘটনা এবং বিনা দোষে সব্যসাচীর প্রতি যে চরম অত্যাচার হল তা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয় বলে তিনি জানান।

পূর্ব বর্ধমানে শিবের গাজনে হামলা ঃ আহত ৭

গত ১৭ই এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদের দেবশালা গ্রামে শিবের গাজনে সাইকেল নিয়ে ঢোকার প্রতিবাদ করায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালীন হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। গাজন কর্মীদের মারধর করে বলে অভিযোগ। বাদ যায়নি দর্শনার্থীরাও। ভাঙচুর করে লুটপাট চালানো হয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ। দুষ্কৃতির আক্রমণে আহত হয়েছেন সাতজন। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে দেবশালা গ্রামের মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীরা।

দেবশালা গ্রামে শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা বসে। সোমবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। পার্শ্ববর্তী কলমডাঙা গ্রামের কিছু মুসলিম যুবক সাইকেল নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে। স্বেচ্ছাসেবীরা স্ট্যান্ডে রেখে ভিতরে ঢোকার পরামর্শ দেন। কিন্তু তারা কোনও কথা না শুনে মহিলাদের দিকে এগিয়ে যায় এবং তাদের কটূক্তি করতে থাকে। এতে গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিবাদ করে। এরপরই কলমডাঙা গ্রামের ইশানুল মন্ডল, রাজা মন্ড, ইমতিয়াজ প্রমুখের নেতৃত্বে শ'খানেক মুসলিম ছেলে লোহার রড নিয়ে গাজন প্রাঙ্গণে তাণ্ডব চালায়। অনুষ্ঠান মঞ্চ ভেঙে দেয় এবং লুটপাট চালায়। শুধু তাই নয়, কর্মীদের মারধোর ও মহিলাদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কল্লোল মন্ডল, জগন্নাথ বাগদি, চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়, ষষ্ঠী মেটের মাথা ফেটে যায়। বাকি আহতদের মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বুদবুদ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ। মৃদু লাঠি চার্জ করে ক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও এলাকায় বেশ কিছুদিন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

তিন তালাকের পরে অ্যাসিড অ্যাটাক, তাই হিন্দু হতে চান রেহানা

ফোনেই 'তিন তালাক' দিয়েছিল স্বামী। সেই 'তিন তালাক' এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় উত্তরপ্রদেশের রেহানা রাজা-র উপর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ১৪ই এপ্রিল অ্যাসিড হামলা করে। তাই ইসলাম ছেড়ে তিনি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে চান।

ইন্ডিয়া.কম-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, রেহানা মনে করেন হিন্দু ধর্মে বিয়ে ও ডিভোর্সের নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আছে। 'তিন তালাক' এর প্রতিবাদ বহু মুসলিম মহিলাই সবর হয়েছেন। মুসলিম ধর্মে যেমন তিন তালাক, বহু বিবাহ, হালালার প্রচলন আছে তেমন হিন্দুদের মধ্যে নেই বলে মনে করেন রেহানা। তাই এবার ইসলাম ছেড়ে হিন্দু হতে চান, ইন্ডিয়া.কম-এর কাছে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এমনই জানিয়েছেন তিনি।

১৯৯৯ সালে রেহানা তাঁর স্বামী মতলুবের সঙ্গে আমেরিকায় যান। সেখানে তাঁর স্বামী তাকে মারধর করত বলে জানান তিনি। এরপর ২০১১ সালে রেহানার মা মারা গেলে ভারতে রেহানা ও তাঁদের ছেলেকে রেখে নিউজিল্যান্ড চলে যায় মতলুব। সেখান থেকে ফোন করে রেহানাকে তিন তালাক দেয় সে। তারপরই তিন তালাক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন রেহানা। সেই রাগে আবার রেহানার দেওর মকলুব হোসেন, ননদ পারভিন ও শাকিলা তাঁর উপর অ্যাসিড হামলা করে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট 'তিন তালাক' প্রথাকে অসাংবিধানিক জানানোর পরও শ্বশুরবাড়ির লোকজন রেহেনাকে ফিরিয়ে নেয়নি। তাই এরকমও দিন গেছে যখন রেহানা ও তাঁর ছেলেকে না খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। তাই সমাধান স্বরূপ এখন ধর্ম পরিবর্তনের কথাই ভাবছেন রেহানা রাজা।

সাড়ম্বরে শংকরজয়ন্তী পালন হল জম্মু-কাশ্মীরে

প্রতি বছরের মত এবারও ৩০শে এপ্রিল 'শংকরজয়ন্তী' উৎসব ''শংকরাচার্য হিল'' শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত হল। এই উৎসবের মূল লক্ষ্য সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা এবং ''এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত''-এর জন্য প্রার্থনা করা। আগামীদিনে যাতে সমস্ত সংখ্যালঘু হিন্দুরা কাশ্মীরে ফিরতে পারে এই ব্যাপারে তাদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করা, একইসঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে তা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলুক।

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ভারতবাসীকে শংকরাজয়ন্তী উৎসবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান সংগঠনের কার্যকর্তারা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যাতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে তারজন্য সংগঠন তাদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যোগাযোগের ঠিকানা দিয়েছে---Facebook page : https://www.facebook.com/one india strong india, website : http:www.shankaracharyahill.in, Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=dxssmbgcwvc

২ পাতার শেষাংশ

তিতুমীর ও ওয়াহাবী আন্দোলন

দখল, গ্রাম লুঠ ও ডাকাতি হতো), বর্শা, বল্লম, তীর-ধনুক, তরোয়াল, পোড়া ইঁট ইত্যাদি মজুত করেছিলেন। এদিকে ইংরেজ তাদের বাহিনীকে প্রস্তুত করতে থাকেন। প্রথমে ইংরেজ বাহিনী কৃষ্ণদেব রায়ের গ্রাম পুড়া মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর ইংরেজদের সঙ্গে তিতুমীরের সংঘর্ষ হয়। এই লড়াইতে তিতুমীর ও তার অনুগামীরা পিছু হঠেন। তারা পালিয়ে গিয়ে বাঁশের কেল্লাতে আশ্রয় নেন। এরপর ইংরেজ বাহিনী একের পর এক জমিদারদের গ্রামগুলো মুক্ত করতে থাকে। এরপর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কর্নেল স্টিউয়ার্ট ডেভিস ইংরেজদের হয়ে দুটি কামান ও তিনশো সেনা নিয়ে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করতে বেরিয়ে পড়েন। ডেভিস ১৫ ই নভেম্বর বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করেন। চারদিন লড়াই চলার পর ১৯শে নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী কামান দেগে বাঁশের কেল্লা উড়িয়ে দেয়। তিতুমীরের ভাইপো গোলাম রসুল জীবন্ত ধরা পড়েন এবং তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এইভাবে ইংরেজ সহযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগণা ও নদীয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার হিন্দুরা ও হিন্দুর সম্পত্তি নিরাপদে থাকতে পেরেছিলো এবং তিতুমীর নামক হিন্দুবিরোধীর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলো। তাই তিতুমীরের মতো একজন হিন্দুবিরোধী, সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি বামপন্থী বা জামাতিদের কাছে আদর্শ বিপ্লবী বা বিদ্রোহী হতে পারে। সাধারণ হিন্দুপ্রাণ জনগণের কাছে তিতুমীর কখনো শ্রদ্ধার আসনে থাকতে পারে না।

হিন্দু সংহতি-র
সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে

হনুমানজয়ন্তীর মিছিল ঘিরে ধুন্ধুমার, পুলিশের লাঠিচার্জ

গত ১১ই এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর মিছিল করা নিয়ে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল সিউড়ি। লাঠিচার্জ করল পুলিশ। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মিছিল করার জন্য বেশ কয়েকদিন আগে পুলিশের কাছে আবেদন করেছিল হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা। ৯ই এপ্রিল, রবিবার রাতে পুলিশের তরফে জানানো হয় মিছিলের অনুমতি দেওয়া যাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকালে জাগরণ মঞ্চের সদস্য এবং মিছিলে অংশগ্রহণে ইচ্ছুকরা জমা হন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সামনে। পুলিশও হাজির হয়ে জানিয়ে দেয় কোনওভাবেই মিছিল করতে দেওয়া হবে না। কারণ পুলিশ ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ওই মিছিল করার অনুমতি দেয়নি। এরপরেই শুরু হয় বচসা এবং কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পুরো এলাকা।

এই ঘটনাটিকে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন হিন্দু সংহতির মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি তপন ঘোষ মহাশয়। তিনি বলেছেন, ''বীরভূম জেলার সদর সিউড়িতে হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী হিন্দুদের উপর পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জের ঘটনার আমি তীব্র নিন্দা করছি।''

জেলা প্রশাসন প্রথমে এই অনুমতি দিয়েও পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আরো বেশি দুর্ভাগ্যজনক যে পশ্চিমবঙ্গে শুধু হিন্দুদেরকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয়। অন্য সম্প্রদায় বিনা অনুমতিতে সারা বছর উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অগণিত অনুষ্ঠান করে চলেছে। অথচ এই বীরভূম জেলাতেই মল্লারপুরে গত অক্টোবর মাসে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় হিন্দু যুবক ইন্দ্রজিৎ দত্ত খুন হয়েছে। নলহাটির কাংলাপাহাড়ি গ্রামে মুসলিমদের আপত্তিতে ও প্রশাসনের বাধায় দীর্ঘদিন হিন্দুরা দুর্গাপূজা করতে পারেনি। আরো কয়েকবছর আগে মহম্মদবাজারে পাঁচামিতে আদিবাসী গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। খয়রাশোল, কাঁকরতলা, দুবরাজপুর, হেতমপুরে বারবার হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে ও হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি হিন্দুদের ধর্মীয় শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ আরো উত্তেজনা বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাবে। তাই রাজ্য ও জেলা প্রশাসনকে সংহতি সভাপতি অনুরোধ জানান, হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির প্রতি আর একটু সংবেদনশীল হতে।

হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে শ্রী ঘোষের দাবী, সিউড়িতে হনুমান জয়ন্তী শোভযাত্রার উপর বিনা প্ররোচনায় লাঠিচার্জ করার আদেশ যে অফিসার দিয়েছেন তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। অত্যাচারকারী পুলিশদেরকে শাস্তি দিতে হবে, গ্রেপ্তার হওয়া সমস্ত হিন্দুদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং আহতদের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

নগর সংকীর্তনে বাধা মুসলিম দুষ্কৃতিদের

নগর কীর্তন করে ফেরার পথে দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন দুই কীর্তনীয়া। মারধোর করে কেড়ে নেওয়া হল কীর্তনীয়াদের ঢোল ও করতাল। ২৯শে এপ্রিল শুক্রবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের সমজিয়া ডোম পঞ্চায়েতের ফকিরগঞ্জ রায়নন্দা এলাকায়।

ঘটনার পর ফকিরগঞ্জ এলাকার পরিস্থিতি ছিল থমথমে। কুমারগঞ্জ থানার ওসি ও ডিএসপি ডিএলটি-র নেতৃত্বে এলাকায় পুলিশি টলহদারি চলছে। আহতদের পরিবারের তরফ থেকে কুমারগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৈশাখ মাসে রীতি অনুযায়ী প্রতি বছরের মতো এবারও এলাকায় দুই যুবক রিঙ্কু বসাক ও ভোলারাম সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে নগরকীর্তন করছিলেন। অভিযোগ শুক্রবার সন্ধ্যায় নগরকীর্তনের সময় আচমকা ওই দুজন যুবকের উপর চড়াও হয় কিছু মুসলিম যুবক। তাদের মারধোরের পাশাপাশি ঢোল ও করতাল কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় কীর্তন করার জন্য তাদেরকে মেরে ফেলার হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। সাকিব চৌধুরী, আজাদ চৌধুরী ও ওবাইদুল চৌধুরী এই অপকর্মটি করে। ভোলারাম ও রিঙ্কুর চিৎকারে আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এলে দুষ্কৃতিরা পালায়। খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কুমারগঞ্জ থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী আসে। পরিস্থিতি তাতেও স্বাভাবিক না হলে র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্স নামানো হয়। শনিবার দিনও এলাকার পরিস্থিতি ছিল থমথমে।

লাভ জেহাদের শিকার সোনিয়া

বাড়ির কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি মেয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। যখন জানতে পেরেছে তখন সবকিছু হাতের বাইরে। লাভ জেহাদের শিকার হয়ে সোনিয়া ডোম (২১) (পিতা, তপন ডোম) সমাজ, পরিবার সবকিছু ছেড়ে চলে গেছে ভিন্ন সমাজে। ঘটনাটি ঘটে বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার অন্তর্গত সবুজপল্লীর পাড়ায়।

গত ২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোনিয়া বাড়ি থেকে বের হয়। অনেক রাত পর্যন্ত মেয়ে বাড়ি না ফেরায় বাড়ির সকলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। পরদিন তপন ডোম সিউড়ি থানায় গিয়ে একটি মিসিং ডাইরি করেন। সেইদিন সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি তপন ডোমকে একটি কাগজ দিয়ে যায়। কাগজটি দেখে এবং সেই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে তপনবাবু জানতে পারেন, চার মাস আগে ডিসেম্বর মাসে তার মেয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে সোনিয়া ডোম থেকে আমিনা বেগম হয়ে গেছে। শোনার পর তপন ডোমের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। শুধু তাই নয়, সোনিয়া সবুজপল্লী থেকে কিছু দূরে অবস্থিত হুসনাবাদ পাড়ার রুমু (পিতা শেখ জাকির, মাতা সাবেরা) নামের এক মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করেছে। মেয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম ছেলে বিয়ে করায় বাড়িতে কান্নাকাটি পরে যায়। সোনিয়াকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করে তারা। কিন্তু মেয়ে ফিরতে রাজি হয়নি।

বসতবাড়িতে দেহ ব্যবসা ঃ মালিক সহ আটক ২

আসামের শিলচরে দেহ ব্যবসার অভিযোগে গত ২৬শে এপ্রিল, বুধবার, রাতে কলেজ রোড সারদামণি লেনে এক বাড়িতে অভিযান চালালো জনতা। শিলচরের হিন্দু সংহতির কর্মীরা এই অভিযানের নেতৃত্ব দেয়। বাড়ির মালিক শঙ্কু মিত্র সহ হাইলাকান্দির বাসিন্দা ইউসুফ (৪৫) নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ, শঙ্কু মিত্রর বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে ঘর ভাড়া করে দেহ ব্যবসা চলছিল। কিন্তু এলাকার মানুষ সব জেনেও তেমনভাবে প্রতিবাদ করতে পারেনি। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছিল। এরপরই তারা খবর দেয় অঞ্চলের হিন্দু সংহতি কর্মীদের। সংহতির কর্মীরা আসরে নেমে পড়ে। গত ২৬শে এপ্রিল রাতে এলাকার লোকজন নিয়ে সংহতির কর্মীরা শঙ্কু মিত্রের বাড়িতে অভিযান চালায়। বেগতিক দেখে মেয়েটি পালিয়ে গেলেও ইউসুফ হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। তার কাছ থেকে যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট ও কন্ডোম পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ আসে এবং শঙ্কু মিত্র ও ইউসুফকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

টুঙ্গিপাড়ায় হিন্দুদের ঘর ভেঙে ডোবায় নিক্ষেপ

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী গ্রামে ২২শে এপ্রিল (শনিবার) বিকেলে একটি প্রভাবশালী মহল এক হিন্দু পরিবারের ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে ডোবায় ফেলে দিয়েছে। পুলিশের উপস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে তপন হাজরার (৫২) পরিবার খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ১২ জনকে আসামী করে থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ এরই মধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম ইয়াছিন খলিফা (৩২) ও ফরিদ খলিফা। দুজনেরই পিতার নাম সামসু খলিফা।

তপনবাবু জানান, গত ২৭ ফেব্রুয়ারী শ্রীরামকান্দি গ্রামের মো. কামাল হোসেনের কাছ থেকে তিন লাখ ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে সাড়ে ৬ শতক জমি কেনেন। মাটি ভরাট করে দোচালা টিনের ঘর ও রান্নাঘর তুলে বসবাস শুরু করেন। শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে ইয়াছিন খলিফার নেতৃত্বে একদল যুবক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ঘরে হামলা চালায়। এমনকি তারা ঘরটি ভেঙে পাশের ডোবায় ফেলে দেয়। তিনি আরও জানান, 'আমি নিরীহ লোক। ডিম বিক্রি করে সংসার চালাই। অনেক কষ্ট করে এটুকু করেছিলাম। তাও শেষ করে দিল।

আতঙ্কের মধ্যে আছি। রাতে পরিবার-পরিজন নিয়ে খোলা আকাশের নিচে তাঁবু টাঙিয়ে বসবাস করছি।' তিনি অভিযোগ করেন, 'ঘর ভাঙচুরের সময় টুঙ্গিপাড়া থানার এসআই মো. মুজিবর রহমানের উপস্থিতিতে এ ঘটনা ঘটেছে। সরকারের কাছে এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।' তপনবাবুর স্ত্রী কৃষ্ণা হাজরা বলেন, 'যখন ওরা আসে, তখন আমি রান্না করছিলাম। আমাকে জোর করে ঘর থেকে বের করে দেয়। ওরা পুলিশ নিয়ে এসে আমাদের উপর এই অত্যাচার করেছে।' প্রতিবেশী এক ব্যক্তি বলেন, 'আমি তপন হাজরার বাড়ির পাশে একটি জমিতে কাজ করছিলাম। ওইসময় ৪০-৫০ জন লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে বাড়িটি নিমেষে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। আমি ভয়ে আসিনি। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।'

মূর্তি না সরালে বাংলাদেশে হিন্দু উচ্ছেদের ডাক মুসলিমদের

সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে গ্রীক দেবীর মূর্তি না সরানো হলে বাংলাদেশে হিন্দুদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া হবে না। তাঁদের ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হবে। পাশাপাশি, প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে বলে কার্যত হুমকি দিয়েছে 'বাংলাদেশ হেফাজতে ইসলাম' সংগঠনের ব্রাহ্মণবেড়িয়া শাখা।

মূর্তি অপসারণ না হলে শাপলা চত্বরের মতো আরেকটি ঘটনা ঘটবে বলেও তারা হুঁশিয়ারি দেয়। ইসলামিক সংগঠনটির দাবি, মূর্তি অচিরেই না সরালে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ তা ভেঙে দেবে। ১৯শে এপ্রিল (বুধবার) জেলার কাউতলি মোড়ে সৌধ হিরন্ময় চত্বরে এক বিক্ষোভ সমাবেশে সংগঠনটির নেতারা এই ঘোষণা করে। এক আগে শহরের ট্যাংকের পার থেকে এক বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাউতলি মোড়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। 'হেফাজতে ইসলাম'-এর ব্রাহ্মণবেড়িয়া শাখার নেতা-কর্মী ছাড়াও বিভিন্ন উপজেলার নেতৃত্বও বক্তব্য পেশ করেন। বাংলাদেশ সরকারের নিন্দা করে তারা বলে, ''এই সরকার বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মূর্তি স্থাপন করে সরকার এটাই প্রমাণ করেছে। অবিলম্বে এইসব বন্ধ না হলে জনতা সরকারের পতনের জন্য আন্দোলনে নামবে।''

৭ বছরের শিশুকে দিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ করাতো ইসলামিক স্টেট

আমেরিকা, রাশিয়া-সহ আন্তর্জাতিক সৈন্যদলের হামলায় ক্রমশ জমি হারাচ্ছে আন্তর্জাতিক জঙ্গিসংগঠন ইসলামিক স্টেট। ২০১৪ সাল থেকে ওই জঙ্গিগোষ্ঠীর কব্জায় থাকা এলাকাগুলি থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে বন্দিদের। ওই বন্দিদের মুখে আইএস জঙ্গিদের নরকীয় অত্যাচারের কথা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। বিশেষ করে ইয়াজিদি জনগোষ্ঠীর উপর জঙ্গিদের নৃশংসতা সাক্ষাত শয়তানকেও লজ্জিত করে দেওয়ার মতো। প্রায় আড়াই বছর আইএস জঙ্গিদের হাতে বন্দি থাকার পর উদ্ধার করা হয় ৭ বছরের একটি ইয়াজিদি শিশুকে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শিশুটি জানিয়েছে, তাকে মানুষের মাথা কাটা শিখিয়েছে আইএস জঙ্গিরা। প্রায় ৩০ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণে ওই শিশুটিকে দিয়ে বেশ কয়েকজন বন্দিকে হত্যা করিয়েছে আইএস জঙ্গিরা। এছাড়াও এক-৪৭ রাইফেলের মত বিভিন্ন মরণাস্ত্র চালানো ও বোমা বানানো শেখানো হয় তাকে। ২০১৪ সালে ইরাকের সিনজার প্রদেশ দখল করে আইএস। তখনই ওই শিশুটিকে মা বাবার থেকে ছিনিয়ে নেয় জঙ্গিরা।

ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের উত্থানের পর সংখ্যালঘুদের উপর শুরু হয় অমানবিক অত্যাচার। হাজার হাজার ইয়াজিদি ও খ্রীষ্টান ধর্মালম্বীদের হত্যা ও ধর্ষণ করা হয়।

বহরমপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার ৫

মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ জেলার বিভিন্ন জায়গায় গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে ২৪টি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম সাইদুল শেখ, সফিউর আলি, একবর শেখ, কাজির শেখ এবং গাফর শেখ।

গত ২৬শে এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার শ্রী মুকেশ কুমার বলেন, মঙ্গলবার (২৫শে এপ্রিল) সকালে সাগরদিঘি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়কের ওপর মোড়গ্রাম থেকে একটি বোলেরো গাড়ি আটক করে। গাড়ি থেকে বেশকিছু আগ্নেয়াস্ত্র-সহ সাইদুল শেখকে আটক করে পুলিশ। তার বাড়ি খড়গ্রাম থানার এড়োয়ালি গ্রামে। মুঙ্গের থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি। তারপর সাইদুলকে পুলিশ জেরা করে মঙ্গলবার রাতে কান্দি থানার চাঁদনগর থেকে গাফর শেখ নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে। এছাড়াও লালবাগ থেকে বেশকিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। মোট ২৪টি আগ্নেয়াস্ত্রর মধ্যে ৫০ রাউন্ড গুলি, ১টি কারবাইন মেশিনগান, ৩টি ডবল ব্যারেল বন্দুক, ১টি রাইফেল, ৭টি সেভেন এমএম পিস্তল, ১২টি পাইপগান-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে।

ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয় আদালতে। কি কারণে এতগুলো অস্ত্র মজুত করা হচ্ছিল এবং অস্ত্রগুলো কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা তদন্ত করে দেখছেন মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার।

ঢাকায় ধৃত জেএমবির বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ জেনি

বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠন নব্য জেএমবি'র 'সারোয়ার-তামিম গ্রুপ'-এর 'বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ' মুশফিকুর রহমান ওরফে মুশফিক মার্টিন ওরফে জেনি ধরা পড়ল ঢাকায়। এই গ্রেফতারের খবর জানিয়েছে র‍্যাব। র‍্যাব-১০ এর কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহিউদ্দিন ফারুকী জানান, ২৬শে এপ্রিল, বুধবার সকালে রাজধানীর উত্তরার একটি বাড়ি থেকে মুশফিকুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। জেনির কাছে বিপুল পরিমাণ আইইডি ও দূর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র পাওয়া গিয়েছে জানিয়ে মহিউদ্দিন ফারুকী বলেন, 'সে জেএমবির সারোয়ার-তামিম গ্রুপের আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বিশেষজ্ঞ।' র‍্যাব বলছে, জেনি ২০০৫ সালে বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে ভর্তি হলেও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে এখনও ডিগ্রি শেষ করতে পারেননি। তার বাবাও পেশায় একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

গত ২০ মার্চ ঢাকার বাড্ডা থেকে নাশকতার চেষ্টার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল জেএমবি সদস্য ওয়ালী জামান ও আনোয়ারকে। ওই দু'জন জেনির সহপাঠী ও সহযোগী বলেও র‍্যাব জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জেএমবি যথেষ্ট সক্রিয়। এখানেও নাশকতার কোন ছক তারা করছে কিনা তা ভারতেক কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

গোপালগঞ্জে সাধু পরমানন্দ রায়কে কুপিয়ে হত্যা

বাংলাদেশের টুঙ্গিপাড়ায় একজন হিন্দু সাধককে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ৭৫ বছর বয়সী এই নিরীহ সাধু পরমানন্দ রায় রসরাজ ঠাকুরের অনুসারী ছিলেন। আশ্রমে সনাতন ধর্মের তপস্যা করতেন তিনি। পরমানন্দ রায়ের ছেলে দয়াল রায় বলেন, ২২শে এপ্রিল (শনিবার) বিকালে বাবা গিঙ্গাডাঙ্গা হাটে বাজার করতে যায়। হাট থেকে ফেরার সময় গিঙ্গাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল মান্নান শেখ মানুর ছেলে শরিফুল শেখ ফার্নিচারের দোকান থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে। প্রথমে পরমানন্দবাবুর হাতে ও পেটের নিচের অংশে কোপ দেয় এক পর্যায়ে তিনি রাস্তার উপর পড়ে গেলে শরিফুল তার পিঠে ধারালো অস্ত্র ঢুকিয়ে দেয়। অস্ত্রটি পেট দিয়ে বের হয়ে যায়।

স্থানীয়রা সাধুকে উদ্ধার করে প্রথমে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে খুলানায় নিয়ে যায়। খুলনা থেকে রাতে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যায়। ঢাকা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৩শে এপ্রিল (রবিবার) দুপুরে তিনি মারা যান।

দয়াল রায় বলেন, 'আমার বাবা ধর্ম আচরণ করতেন। এ কারণে এলাকায় সবাই তাঁকে সাধু হিসাবে চেনেন ও সম্মান করেন। তিনি ছিলেন

অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। রাই রসরাজ ঠাকুরের অনুসারি। আমরা এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।'

রবিবার টুঙ্গিপাড়ায় সাধু পরমানন্দ রায়ের মরদেহ শোকাহত পরিবেশে সমাধিস্থ করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে সাধু পরমানন্দ রায়ের নির্মম হত্যার বিচার দাবি করা হয়েছে। এ ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। সাধু পরমানন্দ রায়কে হত্যাকারী টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গিঙ্গাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল মান্নান মুন্নার ছেলে শরিফুল শেখকে (২৫) পুলিশ শলিবার রাতে টুঙ্গিপাড়া থেকে গ্রেফতার করেছে।

সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল করল সেনা, নিকেশ চার জঙ্গি

ফের সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। তবে সঠিক সময়ে সেই ছক বানচাল করেছে ভারতীয় সেনা। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চার জনের। এরা প্রত্যেকেই পাক জঙ্গি, সন্দেহ কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা আধিকারিকদের।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩রা এপ্রিল সকালে। জম্মু-কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কেরান সেক্টরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে ওই চার সন্দেহভাজন জঙ্গি। সেনার নজরে পড়তেই গুলি চালানো হয়। আর তাতেই মারা যায় চার অনুপ্রবেশকারী। তারা কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কিনা অথবা দলে আর কতজন ছিল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি গোটা এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। তল্লাশি চালানো হচ্ছে সেনার তরফ থেকে।

এদিকে, রবিবার শ্রীনগর লোকসভা উপনির্বাচনে সেনা ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে আট জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছে শতাধিক। ভোটও পড়েছে নামমাত্র। নানা জায়গায় হাঙ্গামা, নিরাপত্তাবাহিনী-বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে মাত্র ৬.৫ শতাংশ লোক ভোট দিয়েছেন। গত ৩০ বছরে যা সর্বনিম্ন। কাশ্মীর উপত্যকা যে এখনও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দখলে এই ঘটনা সেটা ফের একবার প্রমাণ করে দিল। কারণ আগেই উপনির্বাচন বাতিলের ডাক দিয়েছিল হুরিয়ত। আর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এবং ঝামেলার ভয়ে বুথমুখী হননি সাধারণ মানুষ। এই ঝামেলার রেশ চলেছে পরেরদিনও।

সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন ব্যক্তি সোপিয়ান জেলার পাদারপোরায় একটি সরকারি বিদ্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ওই বিদ্যালয়টিও উপনির্বাচনে ভোটকেন্দ্র ছিল। এদিকে, নিরাপত্তার খাতিরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বারামুল্লা থেকে বানিহাল পর্যন্ত ট্রেন চলাচল।

এর আগে রবিবার সকাল থেকেই জায়গায় জায়গায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেনা কর্মীরা এবং বিক্ষোভকারীরা। ভোটকেন্দ্রগুলি ঘিরে ফেলতে থাকে বিক্ষোভকারীরা। শুরু হয় সেনা জওয়ানদের লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি। সেনার তরফ থেকে বলা হয়েছে, শূন্যে গুলি ছুঁড়েও অবস্থা যখন সামাল দেওয়া যাচ্ছিল না, আর ছররা বন্দুক না থাকায় তখন গুলি চালাতেই হয়। এদিকে বিক্ষোভকারীদের একাংশের দাবি, বিনা প্ররোচনায় গুলি চালানো হয়েছে। এই ঘটনার কারণে আরও দু'দিন বন্ধ ডেকেছে হুরিয়ত। এই পরিস্থিতিতে ১২ এপ্রিল অনন্তনাগ লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওখানেও হতে পারে সংঘর্ষ, পাশাপাশি ভোটদানের হারেও বড় কোনও পরিবর্তনের আশা করছেন না তাঁরা।

দক্ষিণ ভারত সফরে তপন ঘোষ

গত ২৮শে এপ্রিল হিন্দু মাক্কাল কাচ্চি-র কর্মী সম্মেলনে যোগ দিতে হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ চেন্নাই যান। সকালবেলায় কর্মী সম্মেলনের পর সন্ধ্যেবেলায় মাক্কাল কাচ্চি-র প্রকাশ্য জনসভায় তিনি যোগদান করেন। ২৯শে এপ্রিল ছিল পি. এ. রামকৃষ্ণণ মেমোরিয়াল লেকচার, চেন্নাইয়ের ময়লাপুর ভারতীয় বিদ্যাভবন হলে। সেখানে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন হিন্দু ভয়েস-এর সাংবাদিক শ্রী জি. পি. শ্রীনিবাসন। ৩০শে এপ্রিল হায়দ্রাবাদের **'ভারতীয় পরিরক্ষণা'** নামক সংস্থার সভায় তিনি যোগ দেন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকাস্টার অডিটোরিয়ামে সারাদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ টি. এইচ. চৌধুরী ও সভাপতিত্ব করেন শ্রী চিরু রামবাবু।

এই সফরে তপন ঘোষ চেন্নাইতে শ্রী গুরুমূর্তির সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন তুঘলক পত্রিকা দপ্তরে। হায়দ্রাবাদে শ্রী ঘোষ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি শ্রী রাঘব রেড্ডির সঙ্গেও সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করেন।

ভারতীয় সেনার মুণ্ডু কাটলো পাকিস্তানি সেনা
বর্বরোচিত আক্রমণের জবাব দিতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনা

কৃষ্ণঘাঁটিতে ভারতীয় সীমান্তে ঢুকে দুই জওয়ানকে হত্যা করে তাঁদের মাথা কেটে নিয়ে গেল পাকিস্তানি সেনা। বর্বরোচিত এই আক্রমণের পর পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। সেইমতো সেনাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এরপরেই নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে পাকিস্তানি পোস্টে প্রবল গোলাবর্ষণ করেছে ভারতীয় সেনা।

১লা মে, সোমবার সকালে যে দুই জওয়ানের গলা কেটে নিয়ে গিয়েছে পাকিস্তান, তাঁরা হলেন সেনাবাহিনীর নায়েব সুবাদার পরমজিৎ সিং এবং বিএসএফ-এর হেড কনস্টেবল প্রেম সাগর। তাঁরা দু'জন অন্য জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর টহলদারির কাজ করছিলেন। তাঁদের কাছে খবর ছিল সীমান্তে ল্যান্ডমাইন পাতা আছে। তারা যখন টহল দিচ্ছিলেন তখনই পাকিস্তান আক্রমণ করে। অন্যরা নিরাপদ স্থানে চলে গেলেও এই দুই জওয়ান পিছনে পরে যায়। গুলিতে তাদের মৃত্যু হয়। সেই ফাঁকে ব্যাট (বর্ডার অ্যাকশন টিম) ভারতীয় সীমান্তে দুশো মিটারের মধ্য ঢুকে তাঁদের মাথা কেটে নিয়ে যায়। পাক সেনাদের সঙ্গে মুজাহিদিন জঙ্গিরাও ছিল।

ঘটনার পরই ক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে সব মহল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, 'দুই জওয়ানের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না।' সুব্রমণিয়াম স্বামী বলেন, ভারত যুদ্ধের জন্যও তৈরি। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ বলেন, 'এই বর্বরোচিত আক্রমণের মুখের উপর জবাব দিতে হবে। পাকিস্তানী সৈন্যর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীরা ছিল প্রমাণ হয়েছে। সন্ত্রাসীদের ডেরা পাকিস্তান। তাই সন্ত্রাসবাদকে খতম করতে হলে আগে পাকিস্তানকে খতম করতে হবে।'

সংহতি কর্মীদের উদ্যোগে সমুদ্রগড়ে মহাকালী পুজো

গত ২৮শে এপ্রিল, শুক্রবার হিন্দু সংহতির উদ্যোগে বিশাল শোভাযাত্রায় সমুদ্রগড়ের পূর্বস্থলী-১ ব্লক জনজোয়ারে ভাসল। সব বয়সের হাজার হাজার মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। সমুদ্রগড়ের হাটসিমলা মোড়ে দশ মাথা বিশিষ্ট কালীমায়ের পুজো দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন। বিকেলে এত মানুষের সমাগম হয় যে তা সামাল দিতে পুলিশ প্রশাসনকেও হিমসিম খেতে হয়।

উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে বেশ কিছুদিন দিন ধরেই উত্তেজনা রয়েছে। এলাকায় পুলিশ টহলদারি রয়েছে। হিন্দু সংহতির সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য্য এই মহাকালী পুজোয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আসুরিক শক্তিকে নিধন করতে শুভশক্তির প্রয়োজন। মা কালী যেমন অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনিভাবে আজকের সমাজের অসুর নিধন করতে হিন্দু সংহতি কর্মীরা মা কালীর আরাধনায় রত হয়েছে এলাকার সংহতি কর্মীরা বলেন—হিন্দু ধর্মের কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা সংগঠনকে অবদমন করা উচিত নয়। এলাকায় দুষ্কৃতিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তারই প্রতিবাদ মাত্র করেছে হিন্দু সংহতির কর্মীরা। এতে তারা সাধারণের সহযোগিতাও পেয়েছে। মহাকালী পুজোকে কেন্দ্র করে জনস্রোতই বলে দেয় অঞ্চলে হিন্দু সংহতির গভীরতা কতখানি।

পরিকল্পিতভাবে সোনার দোকানে লুটপাট চালাল দুষ্কৃতিরা

মালদা জেলার ইটাহার থানার অন্তর্গত নন্দন গ্রামে পরিকল্পিতভাবে সোনার দোকানে লুটপাট চালাল কিছু মুসলিম দুষ্কৃতি।

গ্রামের বাজারের কাছে রতন শীলের সোনা-রূপোর দোকান আছে। সে মোবাইলের ক্যাশ কার্ডও বিক্রি করে। ১৩ই এপ্রিল বাবলু নামে এক মুসলিম যুবক ক্যাশ কার্ড নিতে আসে। কার্ড নিয়ে সে বলে পয়সা পরে দেবে। ধারে দিতে রাজি না হওয়ায় বাবলু তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়। মুহূর্তে বেশ কয়েকজন মুসলিম যুবক সেখানে এসে হাজির হয়। এই সময়ে বাবলু রতন শীলকে থাপ্পড় মারে। এতে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। তখন মুসলিম যুবকরা বাবলুর পক্ষ অবলম্বন করে দোকানে লুটপাট ও ভাঙচুর চালায়। বেশ কিছু সোনার ও রূপোর সামগ্রী নিয়ে তারা চম্পট দেয়।

হিন্দু সংহতির কর্মীদের সহায়তা রতনবাবু ইটাহার থানায় বাবলু ও অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করে (ধারা ৪৪৮, ৩৪১, ৩২৩, ৪২৭, ৩৭৯) কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, অঞ্চল প্রধান মুসলিম। তিনিই দুষ্কৃতিদের আড়াল করছেন।

ধর্ষণ করে খুন গৃহবধূ

নিউটাউনের আনন্দকেশরী থেকে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহের পরিচয় অবশেষে পাওয়া গেল। মৃতের নাম রুমা মন্ডল। তার বাড়ি মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত কুমারজেলে গ্রামে। মৃতার পরিবার দেহ শনাক্ত করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে নিউটাউন থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়।

গত ৩রা মে কাজে বেরিয়ে রুমাদেবী আর বাড়ি ফেরেননি। রুমা দেবীর মেয়ে জানান, মা'য়ের সঙ্গে ঐ দিন তার ফোনে শেষবার কথা হয়েছিল। মা বলে, অটো থেকে নেমে অফিসে গিয়ে ফোন করবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর অফিস থেকে রুমাদেবীর বাড়িতে ফোন আসে। তাতে জানানা যায় রুমাদেবী অফিসে যাননি। বিপদ বুঝে তার মেয়ে বাবাকে ফোন করে। চারদিকে খোঁজ নেওয়া হয়। কিন্তু রুমাদেবীকে পাওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার নিউটাউন এলাকার জনৈক বাসিন্দা প্রাকৃতিক টানে একটি ডোবার কাছে এলে একটা কটুগন্ধ তার নাকে লাগে। ভালো করে তাকিয়ে দেখেন এক মহিলার পচাগলা দেহ পরে আছে। হাত-পা বাঁধা। তিনি তৎক্ষণাৎ নিউটাউন থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে পোস্টমর্টেমে পাঠায়। খবর পেয়ে নিখোঁজ রুমাদেবীর বাড়ির লোকেরা এসে দেখেন, মৃতা তাদেরই আত্মীয়া। প্রসঙ্গত রুমা মন্ডল হিন্দু সংহতির পূর্ণকালীন কর্মী টোটন ওঝার সম্পর্কে মামী হন।

পুলিশের অনুমান রুমাদেবীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই পরিবারের পক্ষ থেকে এলাকার আকবর আলি ও তার পরিবার এবং তার দলের ছেলে আইলুর লস্কর সহ পাঁচজনের নামে নিউটাউন থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে আকবর আলি এলাকায় দুষ্কৃতি বলে পরিচিত। রুমাদেবীর পরিবারের সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিল। বেশ কিছুদিন আগে স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় রুমাদেবীর স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তিন মেয়েকে নিয়ে রুমাদেবী একাই থাকতেন। তাই বাধ্য হয়ে তাকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ করতে হত। সেই উপলক্ষে তিনি প্রতিদিন বসিরহাট যেতেন।

রুমাদেবীর এই একাকীত্বের সুযোগ নিতে চায় আকবর গাজী। তিনি প্রায়ই রুমাদেবীকে বিরক্ত করতেন। কিন্তু রুমাদেবী তাকে কোনরকম পাত্তা না দেওয়ায় আকবর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি রুমাদেবীকে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছিলেন। এমনকি তার মেয়েদের ক্ষতি করে দেবে বলেও জানায়।

এরপরই সত ৩রা এপ্রিল কাজে বেরিয়ে রুমা মন্ডল আর বাড়ি ফেরেননি। অনেক খোঁজ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। দু'দিন পর কলকাতার নিউটাউনের এক জলাশয় থেকে তার পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের সন্দেহের তীর আকবর গাজী ও তার পরিবারের দিকে। সেইমতো তারা নিউটাউন থানায় আকবর গাজী, নাজমা বিবি (আকবরের স্ত্রী), আজগর গাজী ও আনালুন গাজী (আকবরের ছেলে) এবং আকবরের সাকরেদ আইলুব লস্করের নামে অভিযোগ দায়ের করে। আকবরই রুমা মন্ডলকে খুব করেছে বলে তাদের দাবি। যদিও প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি। আকবর অঞ্চলে তৃণমূলের টিকিটে জেতা পঞ্চায়েত সদস্য বলে জানা গেছে। পুলিশ সেই কারণে তদন্তে গড়িমসি করছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে রুমা মন্ডলের পরিবার। এখন দেখা যাক পুলিশ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কতদূর কি করে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ◆ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686